Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

দান-সদাকার গুরুত্ব ও ফজিলত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

তানজিনা আক্তার

রোলঃ 228020344

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

দান-সদাকার গুরুত্ব ও ফজিলত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

তানজিনা আক্তার

রোলঃ 228020344

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " দান-সদাকার গুরুত্ব ও ফজিলত " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে তানজিনা আক্তার, আইডিঃ 228020344 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " দান-সদাকার গুরুত্ব ও ফজিলত " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: জোবায়ের হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Tanjina Akter

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

তানজিনা আক্তার

আইডিঃ 228020344

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা

সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্‌ তা'আলার জন্য যিনি সর্ব জাহানের প্রতিপালক। সকল দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক রাসূলদের অধিনায়ক আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (সাঃ), তাঁর পরিবারবর্গ ও সকল সাহাবায়ে কিরাম এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাঁদের নিষ্ঠাবান সকল অনুসারীদের উপর।

সদাকা আল্লাহর নৈকট্য লাভের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। অনেকাংশে সদাকা জিহাদের চেয়েও উত্তম।কেননা সদাকার উপকার ব্যক্তিকে ছাড়িয়ে অন্যদের মাঝেও ছড়িয়ে পড়ে।

পবিত্র কুরআনের দান সদাকার প্রতি উৎসাহ মূলক অনেক আয়াত রয়েছে। এটি আমাদের প্রতি আল্লাহ তাআলার অফুরন্ত অনুগ্রহের একটি নমুনা। ইসলামের দান সদাকা করা জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর মত। কুরআনের যতগুলো আয়াতে জিহাদের কথা বলা হয়েছে একটি মাত্র আয়াত ব্যতীত বাকি সব কটি আয়াতে জিহাদ বিন নফসের পূর্বে জিহাদ বিল মাল তথা সম্পদ দিয়ে জিহাদ করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেনঃ

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَلهُم بِأَنَّ لهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ

নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ তা'আলা মু'মিনদের থেকে তাদের জীবন ও সম্পদ কিনে নিয়েছেন জান্নাতের বিনিময়ে। তারা আল্লাহ্‌ তা'আলার পথে যুদ্ধ করবে। তারা অন্যকে হত্যা করবে এবং পরিশেষে হয়তোবা তারা নিজেরাও হত্যা হয়ে যাবে। (তাওবাহ: ১১১)

সদাকাহ্ অর্থ ও প্রকারভেদ

صدقة-

সদাকাতুন, আরবি শব্দ। যার বাংলা অর্থ হচ্ছে- দান।সদাকা যা আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং তাঁর প্রতিদান লাভের উদ্দেশ্যে করা বা দান করা হয়। সাদাকার ধারণাটি দানের ধারণার চেয়েও বিস্তৃত। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "প্রত্যেক সৎকর্মই সাদাকাহ।

দান প্রধানত: দুই প্রকার

১. ওয়াজিব যা বাস্তবায়ন করা অপরিহার্য ও বাধ্যতামূলক।

এই শ্রেণীর দানগুলো সাধারণত একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যেই প্রদান করতে হয়। বিত্তশালী ও ধনীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

(ক) নিসাবের মালিক (শরী'আত নির্ধারিত নির্দিষ্ট পরিমাণ মালের মালিক) হলে প্রতি বছর অর্থের যাকাত ও শস্যাদিত ওশর প্রদান করা।

(খ) সামর্থ্য থাকলে ইমামদের কারো কারো মতে প্রতি বছর কুরবানী করা। ধনী দরিদ্র সকলের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য এবং এগুলোও পূর্বোক্ত দানের ন্যায়। একটা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে প্রদান করতে হয়।

(গ) রমযানে সাওম পালন শেষে ফিতরা প্রদান করা।

(ঘ) নযর বা মানত পূর্ণ করা

২. নফল সদকা যা বাধ্যতামুলক নয় তবে অনেক সাওয়াবের কাজ।

নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে সৎপথে ব্যয় করা।

যাকাত ও সদাকার মধ্যে পার্থক্য

শরীয়তে দান সাধারণত দুই ভাগে বিভক্ত, একটি এমন দান যা বিশেষ কিছু শর্তে মুসলিম ব্যক্তির বিশেষ কিছু সম্পদে ফরয হয়, যা থেকে একটি নির্দিষ্ট অংশ দান করা তার উপর অপরিহার্য হয়ে যায়। এমন দানকে বলা হয় যাকাত। আর অন্য দানটি এমন যে, মুসলিম ব্যক্তিকে তা করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে কিন্তু তার উপর অপরিহার্য করা হয়নি। এমন দানকে বলা হয় সদাকা। তবে শরীয়ার ভাষায় অনেক ক্ষেত্রে ফরয যাকাতকেও সদাকা বলার প্রচলন আছে।

১-ইসলাম নির্দিষ্ট কিছু জিনিসে যাকাত জরুরি করেছে, তা হল স্বর্ণ-রৌপ্য, খাদ্যশস্য, ব্যবসায়ী সামগ্রী এবং চতুষ্পদ পশু-উট, গরু এবং ছাগল। কিন্তু সাদাকা বিশেষ কিছুতে সীমাবদ্ধ নয়। মানুষ তার সাধ্যানুযায়ী বিভিন্ন কিছুর মাধ্যমে তা দিতে পারে।

২-যাকাতের কিছু শর্ত রয়েছে, তা বিদ্যমান থাকলেই যাকাত জরুরি হয় যেমন এক বছর অতিক্রম করা, নিসাব পরিমাণ হওয়া এবং বিশেষ পরিমাণে তা বের করা। কিন্তু সাদাকার এমন কোনও শর্ত নেই, তা যে কোনও সময়ে এবং যে কোনও পরিমাণে দেওয়া বৈধ

৩- আল্লাহ তায়ালা যাকাতের খাত নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন তাই যাকাত কেবল তাদেরই দিতে হবে। আর তারা হচ্ছেন যথাক্রমে ফকীর, মিসকিন, যাকাত উসুল কারী কর্মচারী, যাদের মন জয় করা উদ্দেশ্য (যেমন ইসলামে আগ্রহী কিংবা নওমুসলিম), দাসমুক্তি, ঋণগ্রস্ত, জিহাদ এবং মুসাফির। [সূরা তাওবা৬০]

কিন্তু সাদাকা বর্ণিত উপরোক্তদেরও দেওয়া বৈধ এবং এছাড়া অন্যদেরও।

৪-যাকাত জরুরি ছিল এমন ব্যক্তি মারা গেলে তার ওয়ারিশদের উপর জারি হয় যে, তারা তার সম্পদ বণ্টনের পূর্বে সেই সম্পদ থেকে প্রথমে যাকাতের অংশ বের করবে অতঃপর বাকী সম্পদ বণ্টন করবে কিন্তু তার উপর সাদাকা স্বরূপ কিছু বের করা জরুরি নয়।

৫-যাকাত আদায় না কারীর জন্য শাস্তির বর্ণনা এসেছে। (সহীহ মুসলিম নং ৯৮৭) কিন্তু সাদাকা বর্জনকারীর শাস্তির কথা উল্লেখ হয় নি।

৬-ইমাম চতুষ্টয়ের ফতোয়ানুযায়ী যাকাত উসুল ও ফুরুকে (মূল ও গৌণদের) দেওয়া নিষেধ। মীরাছের অধ্যায়ে কোনও ব্যক্তির উসুল বলতে তার মাতা, পিতা, দাদা ও দাদীদেরকে বুঝায় এবং ফুরু বলতে নিজের সন্তান ও সন্তানদের সন্তানকে বুঝায়। কিন্তু সাদাকা উসুল ও ফুরু সকলকে দেওয়া বৈধ।

৭-যাকাত ধনী এবং শক্তিশালী রোজগারকারী ব্যক্তিকে দেওয়া নিষেধ। (আবু দাউদ নং ১৬৩৩, নাসাঈ, নং ২৫৯৮। কিন্তু সাদাকা এদেরও দেওয়া বৈধ।

৮-কাফের মুশরিককে যাকাত দেওয়া অবৈধ কিন্তু সাদাকা তাদেরও দেওয়া যায়। (সুরা দাহরের ৮ নং আয়াতের ভফসীরে ইমাম কুরতুবীর তাফসীর দ্রষ্টব্য।

৯-যাকাত নিজ স্ত্রীকে দেওয়া অবৈধ। ইবনুল মুনযির এ সম্পর্কে ঐক্যমত্য বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সাদাকা নিজ স্ত্রীকেও দেওয়া বৈধ

দানশীলতা ও কার্পণ্যের বিবিধ স্তর

দানশীলতা(السَّخاء)ও(الْبُخْل)কার্পণ্য দুটোর বেশ কয়েকটি স্তর রয়েছে। দানশীলতার সর্বোচ্চ স্তর হচ্ছে (الايثار) বা নিজের ওপর অন্যকে প্রাধান্য দেওয়া। মূলত নিজের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও অন্যকে দিয়ে দেওয়ার নামই (الايثار)। আর নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিস মুখাপেক্ষী কিংবা অমুখাপেক্ষীকে দিয়ে দেওয়াকে (السَّخَاء)বলা হয়। প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও যেমনই অন্যের প্রতি দানশীলতা প্রদর্শন করা দানশীলতার সর্বোচ্চ স্তর, তেমনই নিজের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও নিজের জন্য খরচ করতে কার্পণ্য করা(البخل) তথা কার্পণ্যের সর্বোচ্চ স্তর। এমন অনেক কৃপণ আছে, অসুস্থ হওয়া সত্ত্বেও চিকিৎসা করায় না। ভালো কিছু ক্রয় করতে মন চাইলেও কৃপণতার কারণে তা আর হয়ে ওঠে না। তবে ফ্রি পেলে তা হাতছাড়া করে না। একজন নিজের প্রয়োজন সত্ত্বেও খরচ করে না। আরেকজন নিজে যতই মুখাপেক্ষী হোক, তবুও নিজের প্রয়োজনের ওপর অন্যকে প্রাধান্য দেয়। আখলাক আল্লাহর বিশেষ দান। তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন। আর (الايثار) অর্থাৎ নিজের চেয়ে অন্যকে প্রাধান্য দেওয়ার ওপর দানশীলতার কোনো স্তর হতেই পারে না।
(ইহইয়া ৩/২৭২)
আমাদের ওপর আল্লাহ তাআলার অফুরন্ত দান-অনুগ্রহ এবং কল্যাণের বারিধারার জন্য সালামা বিন দিনার-এর কথাটি চিন্তা করা উচিত। তিনি বলেন, 'যখন দেখবে, অবাধ্যতা সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলা তোমার ওপর নিয়ামতের বারিধারা বর্ষণ করছেন, তবে সাথে সাথে সতর্ক হয়ে যাও। (সিফাতুস সফওয়াহ ২/৫৭)
রাসুল(সাঃ) বলছেন:
يَقُولُ الْعَبْدُ: مَالِي، مَالِي، إِنَّمَا لَهُ مِنْ مَالِهِ ثَلَاثٌ: مَا أَكَلَ فَأَفْنَى ، أَوْ لَبِسَ فَأَبْلَى، أَوْ أَعْطَى فَاقْتَنَى، وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ ذَاهِبٌ، وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ
মানুষ "আমার সম্পদ" "আমার অর্থ" বলে দাবি করে। কিন্তু তার সম্পদ কেবল তিনটি।
এক. যা খেয়ে শেষ করে ফেলেছে।
দুই. যা পরিধান করে ক্ষয় করেছে।
তিন. যা দান করেছে, তা সঞ্চিত হয়েছে।
এ ছাড়া বাকি সব তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে এবং অন্য মানুষের জন্য পড়ে থাকবে।(সহিহু মুসলিম: ২৯৫৯)
সাথে সাথে আল্লাহ তাআলার কথাটিও স্মরণ করতে হয়। তিনি ইরশাদ করেন:
يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوْءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ

'সেদিন প্রত্যেকেই যা কিছু সে ভালো কাজ করেছে, চোখের সামনে দেখতে পাবে এবং যা কিছু মন্দ কাজ করেছে তাও। ওরা তখন কামনা করবে, যদি তার এবং এসব কর্মের মধ্যে ব্যবধান দূরের হতো! আল্লাহ তাঁর নিজের সম্পর্কে তোমাদের সাবধান করেছেন
(সূরা আলে ইমরান ৩:৩০)

উত্তম সদাকা

আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত, তিনি রাসুল(সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করেছেন, 'কোন সদাকা সর্বাধিক উত্তম?'
রাসুল (সাঃ) বললেন,

جُهْدُ الْمُقِلِّ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ

অল্প থাকা সত্ত্বেও সাধ্যানুযায়ী দান করা এবং পরিবারের লোকদের দিয়েই শুরু করা।(সুনানু আবি দাউদ ১৬৭৭, মুসতাদরাকুল হাকিম ১৫০৯)

جُهْدُ الْمُقِلِّ

অর্থাৎ নিজের সাধ্যানুযায়ী দান করা। এর উদ্দেশ্য হলো, অল্প থাকা সত্ত্বেও সেখান থেকে কিছু দান করা। মানুষ নিজেকে গরিবই মনে করে; তাই নিজের অল্প সম্পদ থেকেও সাওয়াবের আশায়, সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্বের অপেক্ষায় উদারতার সাথে সামান্য দান করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সদাকার ফযিলত

১. আত্মার পরিশুদ্ধি

ইরশাদ হয়েছে, আল্লাহ তাআলা বলেন: তাদের সম্পদ থেকে সদকা নাও। এর মাধ্যমে তাদেরকে তুমি পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করবে। [সূরা তাওবা: ১০৩]
সাদাকা অন্তরের নিষ্ঠুরতার চিকিৎসা। একদা এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট তার অন্তরের কঠোরতার অভিযোগ করলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেন: "ইয়াতীমের মাথায় হাত বুলাও এবং মিসকিনদের খাদ্য দান করো"।
(আহমদ ৭৫৬৬, হাসান স্বহীহ আল জামি নং ১৪১০)

২. নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ

রাসুল(সাঃ) এর একটি অবিচ্ছেদ্য গুণ ছিল দান-খয়রাত করা। আর তিনি এমন দান করতেন যার পর আর দারিদ্র্যের ভয় থাকত না। তিনি বিলাল(রাঃ) কে বলেছেন, 'হে বিলাল তুমি সদকা করো, আরশের মালিক তোমার সম্পদ কমিয়ে দেবেন এ আশঙ্কা করোনা।'
(বর্ণনায় বাযযার)
সাদাকা করা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বৈশিষ্ট: ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইছি ওয়া সাল্লাম সবচেয়ে বেশী দানশীল ছিলেন এবং তাঁর দানশীলতা আরও বৃদ্ধি পেত, যখন রামাযান মাসে ফেরেশতা জিবরীল তাঁর সাথে সাক্ষাত করতো।

৩.দান জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করে

দান-সদকা গুনাহ মাফ করে ও জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করে হযরত কা'ব বিন উজরা রাযি থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,
يا كَعْبُ بنَ عُجْرةَ، الصلاةُ قُربان، والصومُ جُنَّةٌ ، والصَّدَقةُ تُطفئُ الخطيئة كما يُطفئُ الماء النار
হে কা'ব বিন উজরা! সালাত (আল্লাহর) নৈকট্য আনয়নকারী, সিয়াম ঢাল স্বরূপ আর দান-সদকা গুনাহকে মিটিয়ে ফেলে যেভাবে পানি আগুন নিভিয়ে ফেলে।
(মুসনাদে আহমাদ : ১৫২৮৪)
হযরত আদী বিন হাতেম রাযি থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,
اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ
খেজুরের একটি অংশ দিয়ে হলেও জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচো। (সহীহ বুখারী ১৪১৭; সহীহ মুসলিম : ১০১৬)

৪.ফেরেশতাদের দোয়া পাওয়া যায়

হযরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, প্রতিদিন সকালে দু'জন ফেরেশতা অবতরণ করেন। তাদের একজন বলতে থাকেন,

اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا

হে আল্লাহ! দান সদকাকারীকে (তার দানের) বদলা দিন।

اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكا تَلَفاً

হে আল্লাহ! কৃপণের সম্পদ ধ্বংস করে দিন।

(সহীহ বুখারী: ১৪৪২; সহীহ মুসলিম: ১০১০)

৫. দান করলে, আল্লাহও দান করবেন

আল্লাহ বলেনঃ

وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

তোমরা তোমাদের সম্পদ থেকে যা কিছু খরচ করে থাক তার যথার্থ প্রতিদান তোমাদেরকে দেয়া হবে। তোমাদের উপর কোনরূপ অবিচার করা হবে না।

(বাকারা ২৭২)

৬.দান-সদকার দ্বারা সম্পদ বৃদ্ধি পায়ঃ

আল্লাহ তাআলা বলেন,

مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيم ٌ

যারা আল্লাহর রাস্তায় নিজের সম্পদ ব্যয় করে তাদের ওই সম্পদের উদাহরণ এমন বীজের মতো যা থেকে সাতটি শীষ জন্মায়। প্রতিটি শীষে একশটি করে দানা থাকে। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে আরও বেশি দান করেন। আল্লাহ সুপ্রশস্ত, সুবিজ্ঞ। (সূরা বাকারা: ২৬১)

হযরত খুরাইম বিন ফাতেক রাযি. থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ كُتِبَتْ لَهُ بِسَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ

যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে কোন কিছু ব্যয় করে তার জন্য সাতশ গুণ সওয়াব লিখে দেয়া হয়। (সুনানে নাসায়ী: ৩১৮৬ সহীহ)

হযরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَن تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِن كَسْبٍ طَيِّبٍ، ولا يَقْبَلُ اللهُ إِلَّا الطَّيِّبَ، وَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُها بيَمِينِهِ، ثُمَّ يُرَبِّيها لِصاحِبِهِ، كما يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ، حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الجَبَلِ

যে ব্যক্তি নিজের হালাল উপার্জন থেকে একটি খেজুর সদকা করে আর আল্লাহ তো হালাল সম্পদ ছাড়া কোনও দানই কবুল করেন না আল্লাহ ওই দান নিজের ডান হাতে নেন এরপর তা বৃদ্ধি করতে থাকেন যেভাবে তোমরা ঘোড়ার বাচ্চাকে লালন পালন করে থাকো এমনকি তা (বেড়ে বেড়ে) পাহাড় সমান হয়ে যায়। (সহীহ বুখারী: ৭৪৩০; সহীহ মুসলিম: ১০১৪)

৭. দানকারীর হাত উত্তম হাত

হাদিস শরিফে বলা হয়েছে, ‘ওপরের হাত নিচের হাত অপেক্ষা উত্তম।’ (মুসলিম)। অর্থাৎ দাতা গ্রহীতা অপেক্ষা শ্রেয়। দান দাতার ইহকালীন ও পরকালীন ফজিলত, সম্মান ও গৌরব বৃদ্ধি করে। তাই ইজ্জত, হুরমত ও তাজিমের সঙ্গে সযত্নে দান প্রদান করতে হয়। দান–সদকা, খয়রাত সসম্মানে পবিত্র মনে প্রাপকের হাতে পৌঁছে দিতে হয়। দানের ক্ষেত্রে আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীকে অগ্রাধিকার দিতে হয়। সম্পদ ব্যয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ খাত পিতা–মাতা। আত্মীয়দের মধ্যে ভাইবোনের হক সবচেয়ে বেশি। পাশাপাশি শ্বশুর–শাশুড়ি ও বৈবাহিক সূত্রে আত্মীয় যাঁরা, তাঁদেরও অগ্রাধিকার রয়েছে। নানা উপলক্ষে তাঁদের হাদিয়া, উপহার ও উপঢৌকন দেওয়া সুন্নাত।

কোরআন কারিমে আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘এমন অভাবী লোক, যারা আল্লাহর পথে (ইবাদত ও মানবকল্যাণে) নিজেদের নিয়োজিত রাখার কারণে (উপার্জনের জন্য) দুনিয়া চষে বেড়াতে পারে না। সম্ভ্রান্ততার কারণে অনভিজ্ঞ লোকেরা তাদের অভাবহীন মনে করে। আপনি তাদের চিহ্ন দেখে চিনতে পারবেন। তারা মানুষের কাছে নির্লজ্জভাবে ভিক্ষা করে না। আর তোমরা যেকোনো ভালো জিনিস ব্যয় করো, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা সে বিষয়ে অবগত আছেন।’ (সুরা-২ বাকারা, আয়াত: ২৭৩)।

৮.দানে সম্পদ বাড়ে

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "সাদাকাহ করলে সম্পদ কমেনা।" (সহিহ মুসলিম ২৫৮৮) যে ব্যক্তি তার হালাল উপার্জন থেকে একটি খেজুরের মূল্য পরিমাণ দান করে (বলা বাহুল্য মহান আল্লাহ হালাল বস্তু ছাড়া কিছুই গ্রহণ করেননা) আল্লাহ সেই দান ডান হাতে গ্রহণ করেন।

নিশ্চয়ই আমার রব তার বান্দাদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা রিজিক প্রশস্ত করেন এবং সংকুচিত করেন। আর তোমরা যা কিছু আল্লাহর জন্য ব্যয় করো তিনি তার বিনিময় দেবেন এবং তিনি উত্তম রিজিকদাতা (সূরা সাবাঃ৩৯)

৯. দানকারীকে আল্লাহ তায়ালা গায়েবী সাহায্য করেন

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "একদা এক লোক পানিহীন এক প্রান্তর দিয়ে যাচ্ছিল। পথিমধ্যে সে মেঘ থেকে একটি আওয়াজ শুনতে পেল 'অমুক ব্যক্তির বাগানে পানি বর্ষণ করো'।

এটা শুনে মেঘ খন্ডটি একদিকে এগিয়ে গেল এবং পাথরময় ভূখণ্ডে পানি বর্ষণ করতে লাগলো। আর পানি ছোট ছোট নালাসমূহ থেকে বড় একটি নালার দিকে অগ্রসর হলো। এমনকি পুরো বাগানকে বেষ্টন করে ফেললো। লোকটি সেই পানির পিছনে পিছনে যেতে লাগলো, এমন সময় সে দেখতে পেল, এক ব্যক্তি তার বাগানে দাঁড়িয়ে আছে। সে তার বেলচা দিয়ে এদিক সেদিক পানি ছিটিয়ে দিচ্ছে। সে ঐ ব্যাক্তিকে বললো,

হে আল্লাহর বান্দা আপনার নাম কী? সে বললো, আমার নাম অমুক। অর্থাৎ সে ঐ নামই বললো যা সে মেঘ থেকে শুনতে পেয়েছিল। বাগানের মালিক বললো, হে আল্লাহর বান্দা আমার নাম তুমি কেন জানতে চাইছো?

যে মেঘ থেকে এ পানি বর্ষিত হয়েছে তা থেকে আমি তোমার নাম শুনতে পেয়েছিলাম। ঐ আওয়াজ ছিল এই 'যে অমুকের বাগানে গিয়ে পানি বর্ষণ কর'। আপনার নামই তাতে বলা হয়েছিল। আচ্ছা আপনি এ বাগানে এমন কী আমল করেছেন? যার কারণে মেঘ থেকে আপনার নাম বলা হলো। সে বলল , আপনি যেহেতু জানতে চাচ্ছেন তাহলে শুনুন, এ বাগান থেকে যা কিছু উৎপন্ন হয়, আমি তার তত্ত্বাবধান করি। উৎপাদিত প্রায় এক তৃতীয়াংশ দান করে দেই। আরেক তৃতীয়াংশ আমি ও আমার পরিবার খেয়ে থাকি। আর এক তৃতীয়াংশ পুণরায় এতে লাগিয়ে দেই।

প্রকৃতপক্ষে যা খরচ হয় তাই বাকি থাকে। একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারে একটি বকরি জবাই করা হলো। তা থেকে মুসাফির মেহমানদের খাওয়ানো হলো। অতঃপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রী আয়েশা (রাঃ) আনহাকে বললেন; বকরীর কতটুকু অংশ বাকি আছে? তিনি জবাবে বললেন , একটি বাহু ছাড়া আর কিছুই বাকি নেই। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, (প্রকৃতপক্ষে) এর সবই অবশিষ্ট আছে শুধু এই বাহু ছাড়া(তিরমিজি হাদিস নং ২৪৭০, শায়খ আলবানী রাহিমাহুল্লাহ বলেন হাসিসটি সহিহ)

১০. মুমিনের ছায়া হবে তার দান সাদাকাহ

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "কিয়ামতের দিন মুমিনের ছায়া হবে তার দান সাদাকাহ।" (মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং ১৮০৪৩ শায়খ আলবানী রাহিমাহুল্লাহ বলেন হাদিসটি সহিহ)। অন্য হাদীসে সাত প্রকারের লোক আরশের ছায়াতলে স্থান পাবে বলে উল্লেখ হয়েছে, তন্মধ্যে এক ব্যক্তি সে যে, "গোপনে এমন ভাবে সাদাকা করে যে, তার ডান হাত যা খরচ করে তার বাম হাত জানতে পারে না।
(বুখারী ১৪২৩, মুসলিম ১০৩১)

১১. বেচা-কেনার ভুল থেকে সম্পদকে পবিত্র করা

কায়েস ইবনে আবি গারাযা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে আমাদেরকে দালাল বলা হতো। একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের পাশ দিয়ে গেলেন এবং এর থেকেও উত্তম নামে আমাদেরকে সম্বোধন করলেন। তিনি বললেন, 'হে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়, নিশ্চয় ব্যবসায় অহেতুক কথা ও কসম এসে যায়, অতঃপর তোমরা তা সদকা দ্বারা মিশ্রিত করো অর্থাৎ তার কাফফরা প্রদান করো। ' (বর্ণনায় আবু দাউদ)।

১২. সাদাকা রোগ থেকে আরোগ্য পাওয়ার কারণ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: "সাদাকার মাধ্যমে রোগীদের চিকিৎসা করো"। (স্বাহীহ আল জামি, শাইখ আলবানী হাসান বলেছেন)

১৩.সাদাকা আল্লাহর ভালবাসার কারণ

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন "আল্লাহর নিকট পছন্দনীয় সৎ কাজ হচ্ছে-
মুসলিম ব্যক্তিকে খুশী করা কিংবা তার কষ্ট দূর করা কিংবা তার ক্ষুধা নিধারণ করা কিংবা তার ঋণ পরিশোধ করা (সহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব)

১৪. দুনিয়ার সমস্যা বা কঠিন বিষয় সহজ হয়ে যাবে

যে ব্যক্তি কোন অভাবগ্রস্তের অভাব দূর করবে, আল্লাহ তার দুনিয়া ও আখিরাতের সকল বিষয় সহজ করে দিবেন। (মুসলিম)
আবু উমামাহ্ রাদিয়াল্লাহ 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "ভালো কাজ তথা সদকা-খয়রাত সদকাকারীকে সমূহ বিপদাপদ থেকে রক্ষা করে"। (সহীহুত-তারগীব ওয়াত-তারহীব হাদীস নং ৮৯৯)

১৫. কিয়ামতের দিন সাদাকাকারীকে সূর্যের ভীষণ তাপ থেকে ছায়া দিবে

'উকুবাহ্ বিন্ 'আমির থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল(সাঃ) ইরশাদ করেনঃ
كُلُّ امْرِئٍ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ
"প্রত্যেক ব্যক্তি (কিয়ামতের দিন) তার সাদাকার ছায়ার নিচেই অবস্থান করবে যতক্ষণ না সকল মানুষের মাঝে ফায়সালা করা হয়"। (স'হী'হুত তারগীবি ওয়াত তারহীব, হাদীস ৮৭২)

১৬. সাদাকা-খায়রাত সাদাকাকারীকে কবরের উত্তাপ থেকে রক্ষা করবে

'উকুবাহ্ বিন্ 'আমির থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেনঃ
إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ عَنْ أَهْلِهَا حَرَّ الْقُبُورِ، وَإِنَّمَا يَسْتَظِلُّ الْمُؤْمِنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ
"নিশ্চয়ই সদাকা সাদাকাকারীকে কবরের উত্তাপ থেকে রক্ষা করবে এবং নিশ্চয়ই কিয়ামতের দিন একজন মু'মিন তার সাদাকার ছায়ার নিচেই অবস্থান করবে"।(স'হী'হুত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব, হাদীস ৮৭৩)

১৭. মৃত্যুর পর সদকায়ে জারিয়ার দ্বারা মুসলমানের উপকার লাভ

সদকামাত্রই উপকারী ও বিরাট সওয়াবের কাজ। এর বহু প্রকার ও ধরন রয়েছে। কিছু সদকা আছে অস্থায়ী। যেমন কাউকে খাদ্যদ্রব্য দান করা। আর কিছু সদকা আছে স্থায়ী। যেমন মসজিদ নির্মাণ করা। এই প্রকার সদকাকে ‘সদকায়ে জারিয়া’ বলা হয়। সদকায়ে জারিয়া করলে মৃত্যুর পরও দানকারীর ‘সওয়াব-সঞ্চয়’ সমৃদ্ধ হতে থাকবে।

সদকায়ে জারিয়ার কিছু উদাহরণ:

১. মসজিদ নির্মাণ।

২. মক্তব-মাদরাসা প্রতিষ্ঠা।

৩. দ্বীনী পাঠাগার ও দ্বীনী কিতাবের ব্যবস্থা করা।

৪. ঈদগাহ বানানো।

৫. কবরস্থান করা।

৬. যে কোনো দ্বীনী কাজের জন্য জমি ওয়াক্ফ করা।

৭. এতীম ও অসহায় লোকদের বাসস্থান ও উপার্জনের ব্যবস্থা করা।

৮. রাস্তা ও পুল নির্মাণ করা।
৯. পানির ব্যবস্থা করা।
১০. ফলদার বৃক্ষ রোপণ করা।
১১. সরাইখানা তৈরি করা।
১২. সীমান্ত পাহারা দেওয়া ইত্যাদি।

দুই. উপকারী ইলম

উপকারী ইলম অর্জনের গুরুত্ব ও ফযীলত অপরিসীম। এর উপকারিতা হাসিল করতে পারে প্রথমত ব্যক্তি নিজেই। সেই সাথে যদি এর প্রচার-প্রসার করা হয়, মানুষকে শিক্ষা-দীক্ষা দেওয়া হয়, যা দ্বারা তারা যুগ-যুগ ধরে উপকৃত হতে থাকবে, কল্যাণ ও শান্তির পথে এগুতে থাকবে এবং যার ধারাবাহিকতা ব্যক্তির মৃত্যুর পরও চলমান থাকবে, তবে তা আরো বেশি মহিমাময়। যতদিন এই ইলম দুনিয়াতে আলো ছড়াতে থাকবে ততদিন তার সওয়াবের ভুবনও আলোকিত হতে থাকবে।

তিন. নেক সন্তান

সন্তান-সন্ততি আল্লাহ তাআলার এক মহা মূল্যবান নিয়ামত। এ শুধু পার্থিব অবলম্বনই নয়; আখেরাতের সম্বলও বটে। নিজের দুনিয়া ও আখেরাতকে সুন্দর করার পক্ষে বড় সহায়ক। সততা-যোগ্যতা ও তাকওয়া-তহারাতের উপর তাকে প্রতিষ্ঠিত করলে মা-বাবা দুনিয়া-আখেরাত সবখানে উপকৃত হবেন এবং মৃত্যুর পরও এই বৃক্ষের সুফল ভোগ করতে থাকবেন।

উপরোক্ত তিনটি বিষয় হাদীসে এভাবে ব্যক্ত হয়েছে-

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.

মানুষ যখন মৃত্যুবরণ করে তখন তার তিনটি আমল ছাড়া সমস্ত আমল তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আমল তিনটি হচ্ছে- সদকায়ে জারিয়া, এমন ইলম, যা থেকে উপকৃত হওয়া যায় এবং নেক সন্তান, যে তার জন্য দুআ করে। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ৪৩১০

আরেকটি হাদীসে এসেছে, ‘মানুষ যা কিছু রেখে যায় তার মধ্যে তিনটি জিনিস উত্তম- নেক সন্তান, যে তার জন্য দুআ করে। এমন সদকা যা অব্যাহত থাকে। এর সওয়াব সে লাভ করে। এবং এমন ইলম, যা দ্বারা উপকৃত হওয়া যায়।(সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৯৩; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ২৪১; সহীহ ইবনে খুযায়মা, হাদীস ২৪৯৫)

এ তিনটি কাজ পৃথক পৃথকভাবেও বর্ণিত হয়েছে। উপকারী ইলম সম্পর্কে ‘সুনানে ইবনে মাজাহ’র (২৪০) একটি বর্ণনা এ রকম-

مَنْ عَلَّمَ عِلْمًا فَلَهُ أَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِه، لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الْعَامِلِ.

যে কাউকে ইলম শিক্ষা দেয়, সে এ অনুযায়ী আমলকারীর অনুরূপ সওয়াব লাভ করবে। আমলকারীর সওয়াব থেকে কমানো হবে না।

অন্য এক হাদীসে এসেছে-

أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ أَنْ يَتَعَلَّمَ الْمَرْءُ الْمُسْلِمُ عِلْمًا ثُمَّ يُعَلِّمَهُ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ.

উত্তম সদকা হল নিজে ইলম শিক্ষা করা এবং অপর মুসলিম ভাইকে তা শিক্ষা দেওয়া।

(সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ২৪৩)

নেক সন্তান সম্বন্ধে এক হাদীসের ইরশাদ-

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَرْفَعُ الدَّرَجَةَ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ فِي الْجَنَّةِ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، أَنَّى لِي هَذِهِ؟ فَيَقُولُ: بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ.

আল্লাহ তাআলা জান্নাতে নেককারের মর্যাদা উঁচু করলে সে জিজ্ঞেস করবে, হে আমার প্রতিপালক! এটা আমার জন্য কোথা থেকে এল? তিনি বলবেন, তোমার জন্য তোমার সন্তানের ইস্তিগফারের কারণে।

(মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ১০৬১০)

চার. নেক কাজের সূচনা

নেক কাজের সূচনা করা যথেষ্ট কঠিন। সূচনাকারীকে কত বাধা-বিপত্তি পাড়ি দিতে হয়! কত ত্যাগ-তিতিক্ষা স্বীকার করতে হয়! এসব কিছু পেছনে ফেলে একটি নেক কাজের ভিত্তি স্থাপন করলে পরবর্তী সময়ে যারা ঐ কাজ করবে তাদের সকলের সমপরিমাণ সওয়াব সে পাবে। জারীর ইবনে আবদুল্লাহ আলবাজালী রা. থেকে বর্ণিত, একবার কিছু বেদুঈন কম্বল পরিহিত অবস্থায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এল। তিনি তাদের দুরবস্থা দেখলেন। তারা ভীষণ অভাবগ্রস্ত ছিল। উপস্থিত লোকদেরকে তিনি তাদের জন্য দান করার প্রতি উৎসাহিত করলেন। কিন্তু এ কাজে তারা কিছুটা দেরি করল। এতে নবীজীর চেহারায় অসন্তুষ্টির ছাপ ফুটে উঠল। কিছুক্ষণ পর এক আনসারী একটি রূপার থলি নিয়ে এল। কিছুক্ষণ পর আরেকজন এল। এভাবে একে একে সকলেই দান করলেন। তখন নবীজীর চেহারায় প্রসন্নতা ফুটে উঠল। তিনি ইরশাদ করলেন-

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً، فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا، وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً، فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، كُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا، وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ.

যে ইসলামে কোনো উত্তম নিয়ম চালু করে, যে অনুযায়ী পরবর্তীতে আমল করা হয়, তার জন্য আমলকারীদের অনুরূপ সওয়াব লেখা হবে। তাদের সওয়াব সামান্য পরিমাণও কমানো হবে না। আর যে ইসলামে কোনো মন্দ নিয়ম চালু করে, যে অনুযায়ী পরবর্তীতে আমল করা হয়, তার জন্য আমলকারীদের অনুরূপ গোনাহ লেখা হবে। তাদের গোনাহ কিছুমাত্রও কমানো হবে না।

(সহীহ মুসলিম, হাদীস ১০১৭)

পাঁচ. মৃত সুন্নাহ জীবিত করা

যে কোনো সুন্নাহ মানুষের কর্ম থেকে বিলুপ্ত হতে থাকলে তা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার। আর চিন্তা ও বিশ্বাস থেকে হারাতে শুরু করলে তো কথাই নেই। আরো কঠিন হয় যখন সেটার জায়গায় কোনো বিদআত এসে ঢুকে পড়ে। এ জাতীয় মৃত সুন্নাহ পুনরুজ্জীবিত করলে পরবর্তীতে যারা ঐ সুন্নাহর অনুসরণ করবে তাদের সকলের অনুরূপ সওয়াব তার আমলনামায় জমা হবে।

নবীজীর ইরশাদ-

مَنْ أَحْيَا سُنَّةً مِنْ سُنَّتِي قَدْ أُمِيتَتْ بَعْدِي، فَإِنَّ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلَ مَنْ عَمِلَ بِهَا

যে আমার পরে একটি মৃত সুন্নাহ জীবিত করবে সে পরবর্তীতে যারা এ অনুযায়ী আমল করে, তাদের সমপরিমাণ সওয়াব লাভ করবে। তাদের সওয়াব সামান্য পরিমাণও কমবে না। আর যে এমন কোনো নবআবিষ্কৃত বিষয় উদ্ভাবন করবে, যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পছন্দ নয়, পরবর্তীতে যারা এ অনুযায়ী আমল করে, তাদের সমপরিমাণ গোনাহ তার উপর বর্তাবে। তবে তাদের গোনাহ বিন্দুপরিমাণও কমবে না।

(জামে তিরমিযী, হাদীস ২৬৭৭)

ছয়. হেদায়েতের দিকে ডাকা

ইসলামে ব্যক্তিগত সংশোধনে আত্মতৃপ্তি পছন্দনীয় নয়; আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশী ও অন্যান্যদের হেদায়েতের ব্যাপারেও আন্তরিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। নিজের দ্বীনের সহীহ বুঝ ও সমঝ অর্জন এবং নিজের জীবনে তা বাস্তবায়নের পাশাপাশি মুসলিমের দায়িত্ব হল অপরকে এর দিকে ডাকা, তার কাছে ইসলামের কল্যাণকর শিক্ষা পৌঁছে দেওয়া। বস্তুত দাওয়াত হচ্ছে হেদায়েতের নূর সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়ার এক মূল্যবান উপায়। যারা এই দাওয়াতে সাড়া দেবে তাদের অনুরূপ সওয়াব আহ্বানকারীর সংগৃহীত হবে। তাদের আমলের ধারা যদি তার মৃত্যুর পর পর্যন্ত বহাল থাকে, তাহলে ততদিন পর্যন্তই সে এর সওয়াব পেতে থাকবে।

হাদীসে ইরশাদ হয়েছে-

مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى، كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ

যে মানুষকে হেদায়েতের দিকে ডাকে পরবর্তীতে যারা তা অনুসরণ করে তাদের অনুরূপ সওয়াব তাকে দান করা হবে। তবে ওদের সওয়াব বিন্দুপরিমাণও কমবে না। আর যে গোমরাহীর দিকে ডাকে পরবর্তীতে যারা তা অনুসরণ করে তাদের সমপরিমাণ গোনাহ তাকে বহন করতে হবে। এতে ওদের গোনাহ সামান্য পরিমাণও কমবে না।

(সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৬৭৪)

সারকথা হল, এ ছয়টি কাজ (সদকায়ে জারিয়া, উপকারী ইলম, নেক সন্তান, নেক কাজের সূচনা, মৃত সুন্নাহের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও হেদায়েতের দিকে ডাকা) করে গেলে মৃত্যুর পরও সওয়াব লাভ করা যাবে।

এখানে প্রসঙ্গক্রমে দুটি বিষয় স্পষ্ট করা প্রয়োজন

(ক) উপরোক্ত ছয়টি কাজ মৌলিক শিরোনাম মাত্র। প্রত্যেকটির বিস্তর শাখা-প্রশাখা রয়েছে। এক সদকায়ে জারিয়ারই তো কত প্রকার! উপকারী ইলমের কত অঙ্গন ও অনুষঙ্গ! নেক কাজ ও সুন্নাহ কত বৈচিত্র্য ও বিস্তৃতি এবং হেদায়েতের দিকে ডাকার কত পথ ও পন্থা!

এ ছয়টি কাজের মধ্যে শেষ তিনটি মূলত উপকারী ইলমেরই শাখা। আরও খুলে বললে কুরআন-সুন্নাহ তে 'সদকা' শব্দ যে ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, সেই হিসেবে নেক সন্তান ও উপকারী ইলমকেও 'সদকায়ে জারিয়া' বলা যায়। 'সহীহ ইবনে খুযায়মা' গ্রন্থে নিম্নোক্ত শব্দে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে-

إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِن مِنْ عَمَلِه وَحَسَنَاتِه بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلِمَهُ وَنَشَرَهُ، أَوْ وَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ، أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ، أَوْ نَهَرًا كَرَاهُ، أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ، تَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ.

মুমিনের মৃত্যুর পর তার যেসব আমল তার সাথে যুক্ত হয় তা হল- তার শেখানো ও প্রচারিত ইলম। তার রেখে যাওয়া নেক সন্তান। মসজিদ নির্মাণ করা। সরাইখানা তৈরি করা। পানির নহর খনন করা। জীবদ্দশায় সুস্থ অবস্থায় দান-খায়রাত করা। এগুলোর সওয়াব সে মৃত্যুর পরও পায়।

(সহীহ ইবনে খুযায়মা, হাদীস ২৪৯০; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ২৪২)

ইমাম বায়হাকী রাহ. (৪৫৮হি.) এ হাদীসটির সাথে এধরনের আরেকটি হাদীস বর্ণনা করে বলেন-

'এ দুটি বর্ণনার সহীহ হাদীসের (যাতে আছে যে, তিনটি ছাড়া সমস্ত আমল বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়) সাথে বিরোধ নেই। কারণ এতে 'সদকায়ে জারিয়া' বলা হয়েছে, যা এখানের অতিরিক্ত আমলগুলোকে শামিল করে।

(শুআবুল ঈমান, বায়হাকী ৩/২৪৮)

(খ) এগুলো শুধু সওয়াবের জন্য বিশেষ নয়; গোনাহের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ কেউ যদি গোনাহের কাজে 'গোনাহে জারিয়া'র সূচনা করে, ক্ষতিকর জ্ঞানের প্রচার-প্রসার করে, ছেলে-মেয়েকে অসৎরূপে গড়ে তুলে, খারাপ কাজের সূচনা বা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে, মানুষকে গোমরাহীর দিকে ডাকে, তাহলে যতদিন তা বাকি থাকবে ততদিন তার গোনাহের বোঝা ভারি হতে থাকবে। এই অন্ধকার ছড়ানোর ধারা তার মৃত্যুর পরও চলমান থাকলে মৃত্যুর পরও তার আমলনামা অন্ধকারাচ্ছন্ন হতে থাকবে।

কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে-

لِيَحْمِلُوْٓا اَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ وَ مِنْ اَوْزَارِ الَّذِيْنَ يُضِلُّوْنَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ اَلَا سَآءَ مَا يَزِرُوْنَ

কিয়ামতের দিন তারা নিজেদের (কৃত গোনাহের) পরিপূর্ণ ভারও বহন করবে এবং তাদেরও ভারের একটা অংশ, যাদেরকে তারা অজ্ঞতার কারণে বিপথগামী করছে। -সূরা নাহল (১৬) : ২৫

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে-

وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ.

তারা নিজেদের গোনাহের বোঝা বহন করবে এবং নিজেদের বোঝার সাথে আরো কিছু বোঝা। -সূরা আনকাবুত (২৯) : ১৩

নবীজীর ইরশাদ-

لاَ تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا، إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا، لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ القَتْلَ.

যে কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হবে এর গোনাহের একটা অংশ প্রথম আদম সন্তানের উপর বর্তাবে। কারণ সেই প্রথম হত্যার প্রবর্তন করেছে।

(সহীহ বুখারী, হাদীস ৩৩৩৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৬৭৭)

আর এগুলো গোনাহের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হওয়া শরীয়তের বিধান 'একজনের গোনাহের বোঝা আরেকজনের উপর বর্তাবে না'- এর সাথে সাংঘর্ষিক নয়। কারণ, একজনের গোনাহের ভার আরেকজনের উপর বর্তাবে না; যদি এর সাথে তার কোনো ধরনের সংশ্লিষ্টতা না থাকে। অন্যথায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সংশ্লিষ্টতা থাকলে তার উপরও এর একাংশ গোনাহ বর্তাবে। বলাই বাহুল্য, এটা অন্যের বোঝা নয়, নিজেরই সংশ্লিষ্টতার বোঝা।

সূরা নাহলের ২৫ নং আয়াতের তাফসীরে শাইখুল ইসলাম যাকারিয়া আনসারী রাহ. (৯২৬ হি.) বলেন,

তারা নিজেদের কুফরি অবলম্বনের বোঝা বহন করবে। সেই সাথে তাদের কারণে যারা বিপথগামী হয়েছে তাদেরও পুরোপুরি বা আংশিক গোনাহ। আর আল্লাহর ইরশাদ-

وَ لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ أُخْرٰى

এর অর্থ হল, যেখানে তার কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই- না কারণগত না অন্য কোনোভাবে।

(ফাতহুর রহমান পৃ. ৩০৪)

খলীল আহমদ সাহারানপুরী রাহ. (১৩৪৬হি.)

من دعا إلى هدى

لَا وَ হাদীসটির ব্যাখ্যায় বলেছেন,তুমি যদি প্রশ্ন কর, এ তো বাহ্যিকভাবে আল্লাহর ইরশাদ,

تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ أُخْرٰى-এর সাথে সাংঘর্ষিক?

আমি বলব, উভয়ের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। কারণ গোমরাহীর দিকে আহ্বানকারী অনুসরণকারীদের গোনাহ বহন করেনি; বরং তারা যে তার কারণে পথভ্রষ্ট হয়েছে সেটার গোনাহ বহন করেছে।(বাযলুল মাজহুদ ১৩/৩৭)

১৮.নিজ স্ত্রী-সন্তানের প্রয়োজনীয় খরচ চালানোর মধ্যেও সাদাকার সাওয়াব রয়েছে

আবু মাসউদ বাদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا أَنْفَقَ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً

কোন মুসলিম যদি সাওয়াবের নিয়েত তার পরিবারের প্রয়োজনীয় খরচাদি চালিয়ে যায় তাতেও তার সাদাকার সাওয়াব রয়েছে। (মুসলিম, হাদীস ১০০২)

উম্মে সালামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি রাসূল (সাঃ) কে জিজ্ঞাসা করলামঃ হে আল্লাহ্'র রাসূল (সাঃ)! আমি তো আবু সালামাহ্'র সন্তানগুলোকে এমন অবহেলায় ছেড়ে দিতে পারি না। কারণ, তারা তো আমারও সন্তান। অতএব আমি তাদের খরচাদি চালিয়ে গেলে তাতে আমার কোন সাওয়াব হবে কি? রাসূল (সাঃ) বললেনঃ

نَعَمْ، لَكِ فِيْهِمْ أَجْرٌ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ

(মুসলিম, হাদীস ১০০১)

"হ্যাঁ, তুমি তাদের জন্য যাই খরচ করবে তাতে সাদাকার সাওয়াব পাবে"।

আবু হুরাইরাহ্ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেনঃ

دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَدِيْنَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ، وَدِيْنَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ، وَدِيْنَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ، أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ

যে (দীনার) টাকাটি তুমি আল্লাহ্ তা'আলার পথে খরচ করলে এবং যে (দীনার) টাকাটি তুমি গোলাম-বান্দির উপর খরচ করলে এবং যে (দীনার) টাকাটি তুমি কোন দরিদ্রকে সাদাকা হিসেবে দিলে এবং যে (দীনার) টাকাটি তুমি নিজ পরিবারের জন্য খরচ করলে তার মধ্যে সব চাইতে বেশি সাওয়াবের হচ্ছে সে (দীনার) টাকাটি যা তুমি নিজ পরিবারের জন্য খরচ করলে"।

দান-অনুদান : যে বিষয়গুলো লক্ষ রাখা জরুরি

দান করাকে ইসলাম একটি গুরুত্বপূর্ণ নেক আমল সাব্যস্ত করেছে। এর অনেক ফযীলতও বর্ণিত হয়েছে কুরআন-হাদীসে। তাই ইসলামের অপরাপর আমলের মতো এই গুরুত্বপূর্ণ আমলটির জন্যও রয়েছে অনন্য সাধারণ কিছু নির্দেশনা ও নীতিমালা। যদি দানের ক্ষেত্রে সেগুলো রক্ষা করা হয় তাহলে এর যথাযথ প্রতিদান পাওয়া যাবে। আমাদের দান বহু গুণে বৃদ্ধি পেয়ে পরকালে নিজের সামনে উপস্থিত হবে ইনশাআল্লাহ। কাজেই সে নির্দেশনাগুলো আমাদের জানা দরকার।

১. নিয়ত সহীহ হওয়া

সহীহ নিয়ত বিহীন কোনো আমলেরই আল্লাহর নিকট মূল্য নেই। নিয়ত যদি সঠিক না হয়, আল্লাহর নিকট সেই আমলের কোনো ধর্তব্য হয় না, এমনকি আমলগুলোর সওয়াব ও প্রতিদানও পাওয়া যায় না। এককথায় সকল আমলের শুদ্ধাশুদ্ধি এবং তার সওয়াব ও প্রতিদান নির্ভর করে নিয়তের উপর। হাদীসের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ সহীহ বুখারীর প্রথম হাদীসই হল এই নিয়ত বিষয়ক। হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى.

নিশ্চয়ই সকল আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল। আর প্রত্যেক ব্যক্তি তা-ই পাবে, যার নিয়ত সে করবে।

(সহীহ বুখারী, হাদীস ১; সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৯০৭)

দান-খয়রাতের ব্যাপারেও একই কথা। দান করতে হয় আল্লাহর জন্য। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। তবেই এই দান পরকালে বর্ধিত হয়ে দাতার হাতে ফিরে আসে। ইরশাদ হয়েছে-

وَ مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللهِ وَ تَثْبِيْتًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍۭ بِرَبْوَةٍ اَصَابَهَا وَابِلٌ فَاٰتَتْ اُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَاِنْ لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَ اللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ.

আর যারা নিজেদের সম্পদ ব্যয় করে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ এবং নিজেদের মধ্যে পরিপক্কতা আনয়নের জন্য, তাদের দৃষ্টান্ত এ রকম- যেমন কোনও টিলার উপর একটি বাগান রয়েছে, তার উপর প্রবল বৃষ্টিপাত হল, ফলে তা দ্বিগুণ ফল জন্মাল। যদি তাতে প্রবল বৃষ্টি নাও পড়ে, তবে হালকা বৃষ্টিও (তার জন্য যথেষ্ট)। আর তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ তা অতি উত্তমরূপে দেখেন।

(সূরা বাকারা : ২৬৫)

কিন্তু নিয়ত যদি সহীহ ও শুদ্ধ না হয় তখন হিতে বিপরীতও হয়ে যেতে পারে। হাদীসে এসেছে, কিয়ামতের দিন সম্পদশালী ব্যক্তিকে আল্লাহর সামনে হাজির করে আল্লাহ তাকে যেসব নিয়ামতরাজি দান করেছেন, তার সামনে পেশ করা হবে। দেখে সে চিনে ফেলবে (হাঁ, এসব নিয়ামত দুনিয়াতে আমার কাছে ছিল।) তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হবে, এগুলোতে তুমি কী আমল করেছ? সে বলবে-

مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلاَّ أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ.

যেসব খাতে দান করা আপনি পছন্দ করেন এমন প্রতিটি খাতেই আমি আপনার জন্য খরচ করেছি। তাকে ডেকে বলা হবে-

كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ، لِيُقَالَ هُوَ جَوَادٌ، فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ، فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ، حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ.

তুমি মিথ্যা বলেছ! তুমি খরচ করেছ- যাতে তোমাকে দানবীর বলা হয়। তা বলা হয়ে গেছে। অতঃপর তার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হবে। তাকে টেনে-হিঁচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

(সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৯০৫; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ৮২৭৭)

সুতরাং কথা একটাই, অল্প হোক আর বেশি, দান করব আল্লাহর জন্য। নিয়ত শুদ্ধ করে সামান্য দানও যদি করতে পারি, সেটি মৃত্যুর পরে কাজে আসবে এবং পরকালে আমার আমলনামায় পাওয়া যাবে। এমনকি যদি নিজের হালাল উপার্জন থেকে স্ত্রী ও পরিবারের জন্য খরচ করা হয় তাও বিফলে যাবে না। তার বিনিময়ে আল্লাহ দান করবেন সদকার সওয়াব। হাদীসে এসেছে-

وَلَسْتَ تُنْفِقُ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ، إِلاَّ أُجِرْتَ بِهَا، حَتَّى اللُّقْمَة تَجْعَلُهَا فِي فِي امْرَأَتِكَ.

আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যা-ই তুমি খরচ করবে, তার প্রতিদান দেয়া হবে; এমনকি স্ত্রীর মুখে তুমি যে খাবারের লোকমা তুলে দাও!

(সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৬২৮; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৪২৪৯)

অর্থাৎ, ভুল নিয়তের কারণে নিজের মহামূল্যবান আমলটি যেমন বিনষ্ট হয়ে যায়, তেমনি একান্ত ব্যক্তিগত প্রাত্যহিক কাজও নেক আমলে পরিণত হয় এই বিশুদ্ধ নিয়তের মাধ্যমে।

২. হালাল অর্থ থেকে দান করা

দান করতে হয় হালাল সম্পদ থেকে। অন্যথা এই দান কোনো কল্যাণ বয়ে আনে না। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَ مِمَّآ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ.

হে মুমিনগণ! তোমরা যা কিছু উপার্জন করেছ এবং আমি তোমাদের জন্য ভূমি থেকে যা কিছু উৎপন্ন করেছি, তার উৎকৃষ্ট জিনিসসমূহ থেকে একটি অংশ (আল্লাহর পথে) ব্যয় কর।
(সূরা বাকারা : ২৬৭)

মুমিন যদি ইখলাসের সাথে হালাল সম্পদ থেকে আল্লাহর পথে খরচ করে, আল্লাহ নিজ দায়িত্বে সেটিকে যত্ন করে গড়ে তোলেন, বড় করেন এবং কিয়ামতের দিন বান্দার হাতে তা বহু গুণে বর্ধিত করে তুলে দেবেন। শর্ত একটাই- 'হালাল সম্পদ' থেকে খরচ করতে হবে। প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ، وَلاَ يَقْبَلُ اللهُ إِلاَّ الطَّيِّبَ، وَإِنَّ اللهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ، كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ، حَتّى تَكُونَ مِثْلَ الجَبَلِ.

যে ব্যক্তি হালাল উপার্জন থেকে একটি খেজুর পরিমাণ দান করে, -আর আল্লাহ 'হালাল' ছাড়া গ্রহণ করেন না- আল্লাহ তা ডান হস্তে গ্রহণ করেন। অতঃপর তা লালন-পালন করে বড় করতে থাকেন। যেমন তোমরা ঘোড়ার বাচ্চা লালন-পালন কর। একপর্যায়ে এই 'সামান্য দান' পাহাড়সম হয়ে যায়।
(সহীহ বুখারী, হাদীস ১৪১০; সহীহ মুসলিম, হাদীস ১০১৪)

৩. দান করা উচিত পছন্দের জিনিস থেকে

যা আমি দান করছি তা তো আসলে পরকালের জন্যই আল্লাহর হাতে রেখে দিচ্ছি। বীজের জন্য মানুষ ভালো ফসলটাই রেখে দেয়, যাতে নতুন করে বীজ বোনা যায়। কাজেই মুমিনেরও উচিত, হাতে থাকা সম্পদ থেকে উত্তমটাই আল্লাহর কাছে গচ্ছিত রাখা। নিজের পছন্দের জিনিসটি আল্লাহর পথে খরচ করা। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْن.

তোমরা কিছুতেই পুণ্যের নাগাল পাবে না, যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের প্রিয় বস্তু হতে (আল্লার জন্য) ব্যয় করবে। (সূরা আলে ইমরান: ৯২)

আনসারদের মধ্যে আবু তালহার ছিল সবচেয়ে বেশি খেজুরের বাগান তার মধ্যে সবচেয়ে উত্তম বাগান ছিল বাইরুহা। উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হলে তিনি উঠে বললেন হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)আল্লাহ তাআলা বলেন তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত পূণ্য লাভ করতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমাদের প্রিয়তম জিনিস খরচ করছো। আর আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয়তম মাল হলো বাইরুহা। আমি তা আল্লাহর জন্য দান করছি এবং তার পূণ্য ও বরকত আল্লাহর নিকট কামনা করছি। অতএব আপনি ওই বাগানকে যেখানে আল্লাহর ইচ্ছা সেখানে রাখেন। এ

কথা শুনে আল্লাহর রাসূল(সাঃ) বললেন আরে এটা তো লাভদায়ক সম্পদ। আমি শুনেছি তুমি যা বলতে চাও। আমার মতে তুমি ওটা তোমার আত্মীয়দের মাঝে বিতরণ করে দাও। আবু তালহা বললেন তাই করবো হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)!অতঃপর তিনি ওই বাগানকে নিজ আত্মীয় ও চাচাতো ভাইদের মাঝে বন্টন করে দিলেন (বুখারী, মুসলিম)।

নাফে বলেন, ইবনে উমার(রাঃ)কে যে সম্পদ অত্যাধিক মুগ্ধ করত সেই সম্পদকেই তিনি আল্লাহর রাস্তায় কুরবান করতেন। তার কিছু ক্রীতদাস এ কথা জানতে পারে ফলে কেউ কেউ কোমর বেঁধে মসজিদে অবস্থান করে ইবাদত করত (যাতে ইবনে উমারকে মুগ্ধ করে মুক্ত হতে পারে)। অতঃপর তিনি তাকে ঐ উত্তম অবস্থায় দেখে মুক্ত করে দিতেন। একদা তার সঙ্গীরা তাকে বললেন হে আবু আব্দুর রহমান! আল্লাহর কসম! ওরা আবেদ নয়। বরং ওরা আপনাকে ধোকা দিয়ে মুক্তি পেতে চায়। উত্তরে তিনি বললেন যে ব্যক্তি আল্লাহকে নিয়ে আমাদেরকে ধোকা দেবে আমরা তার কাছে ধোকা খাব। একদা ইবনে উমার(রাঃ)অসুস্থ হয়ে জুহফায় অবস্থান করেন। সেখানে তার মাছ খেতে মন চায়। লোকেরা খুঁজে কেবল একটাই মাছ জোগাড় করে আনে। অতঃপর পাকিয়ে তার পাতে পেশ করা হলো। এমন সময় কোন এক মিসকিন তার নিকট এসে উপস্থিত হলো।তিনি তার উদ্দেশ্যে বললেন মাছটি তুমি নিয়ে যাও। তার বাড়ির লোকজন বলল সুবহানাল্লাহ! আপনি আমাদেরকে কষ্ট দিলেন অথচ ওটা খাবেন না? আমাদের কাছে অন্য খাদ্য আছে তা ওকে দিয়ে বিদায় করি কিন্তু তিনি বললেন মাছটাই দাও কারণ আব্দুল্লাহ তা ভালবাসে!

আমাদের পূর্বসূরিগণ ছিলেন কুরআন-সুন্নাহর উপর আমলের জীবন্ত নমুনা। দ্বীন সম্পর্কে যা জানতেন তাই আমলে পরিণত করতেন। এক্ষেত্রে একটি ঘটনা উল্লেখ করা যায়। বিখ্যাত তাবেয়ী ইমাম রবী ইবনু খুছাইম রাহ. জ্ঞান-গরিমা এবং বিচক্ষণতায় ছিলেন আপন যুগের তুলনারহিত এক ব্যক্তিত্ব। তাঁর সম্পর্কে নুসাইর রাহ. বলেন-

كَانَ الرَّبِيعُ بْنُ خُثَيْمٍ إِذَا جَاءَهُ السَّائِلُ قَالَ: أَطْعِمُوهُ السُّكَّرَ، فَإِنَّ الرَّبِيعَ يُحِبُّ السُّكَّرَ.

কোনো ভিখারী এলে রবী ইবনে খুছাইম বলতেন, তাকে চিনি খাওয়াও (দাও); কারণ, রবী চিনি পছন্দ করে। -আযযুহদ, হান্নাদ ইবনুস সারী ১/৩৪৪

যে খাদ্য নিজে খাওয়া যাবেনা সে খাদ্য মিসকিন কেও দান করাও উচিত না।

৪. সাধ্য অনুযায়ী অল্প হলেও দান করা

কারো মনে এ ভুল ধারণা জন্মাতে পারে, বা হতাশার উদ্রেক হতে পারে যে, দান করার সাধ্য কি আমার আছে? আমি স্বল্প আয়ের মানুষ; নুন আনতে পান্তা ফুরোয়, আমি দান করব কীভাবে! না, হতাশার কোনো কারণ নেই! আল্লাহর রাস্তায় দান করার জন্য কাড়ি কাড়ি অর্থ

লাগে না। ইসলামের শিক্ষা হল, যার হাতে যতটুকু রয়েছে, সাধ্যের ভিতর থেকে দান করবে। ইখলাসের সাথে হালাল রিযিক থেকে দান করলে 'সামান্য অর্থ'ও আল্লাহ গ্রহণ করবেন, এর বিনিময়ে দান করবেন পাহাড়সম নেকি এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি। তাই তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য এক টুকরো খেজুর হলেও দান করতে বলেছেন। ইরশাদ হয়েছে-

اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ.

জাহান্নাম থেকে আত্মরক্ষা করো, খেজুরের এক টুকরো (পরিমাণ সদকা করে) হলেও। -সহীহ বুখারী, হাদীস ১৪১৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস ১০১৬

এছাড়া একটু পূর্বেই আমরা জানলাম, হালাল রিযিক থেকে ইখলাসের সাথে বান্দার সামান্য একটি খেজুর পরিমাণ দানকেও আল্লাহ গ্রহণ করেন এবং তার সওয়াব বৃদ্ধি করে পাহাড়সম ফিরিয়ে দেন। সুতরাং দান করার জন্য অঢেল অর্থের প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন ইখলাস আর হালাল রিযিকের।

৫. দান করতে হয় কল্যাণ ও ন্যায়ের পথে

ইসলাম আমাদের শেখায়- দান করতে হয় এমন খাতে, যেখানে দান করলে অর্থটা কোনো ভালো কাজে খরচ হয়। যার মাধ্যমে দ্বীন-শরীয়ত, ঈমান-আমল বা কোনো দ্বীনী বা মানবিক প্রয়োজন পূরণ হয়। কুরআনে কারীমে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

تَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوٰى.

তোমরা সৎকর্ম ও তাকওয়ার ক্ষেত্রে একে অন্যকে সহযোগিতা কর।

(সূরা মায়িদা : ২)

দানের জন্য রয়েছে গরীব-দুঃখী, বিধবা-অসহায়, এতীম-মিসকীন, মসজিদ-মাদরাসা, ওয়াজ-মাহফিল বা অন্য যে কোনো দ্বীনী প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন দাওয়াতী কার্যক্রম। তা না করে যদি গাঁটের পয়সা খরচ করা হয় (নাচ-গান, ওরস-আড্ডা, খেল-তামাশা ইত্যাদি) কোনো পাপের পথে, তখন এই দান নিজের কল্যাণ তো দূরের কথা, ডেকে আনবে অনেক ক্ষতি ও দুর্গতি। বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ইবনে হাজার হাইতামী রাহ. বলেন, এমনকি কোনো সগীরা গোনাহের পথেও যদি এক টাকা খরচ করা হয়, সেটিও কবীরা গোনাহের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। (দ্র. আয্যাওয়াজির আন ইক্তিরাফিল কাবাইর ১/৪২১)

তাই আল্লাহ নিষেধ করেছেন-

وَ لَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَ الْعُدْوَانِ.

আর তোমরা গুনাহ ও জুলুমের কাজে একে অন্যের সহযোগিতা করো না। (সূরা মায়িদা : ২)

৬. ভারসাম্য রক্ষা করে দান করা

যেসব মৌলিক বৈশিষ্ট্যের কারণে আমাদের ইসলাম শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদায় আসীন, ইতিদাল ও ভারসাম্য তার অন্যতম। ইসলাম আমাদেরকে ঈমান-আমল থেকে শুরু করে সকল কর্ম ও আচরণে ভারসাম্য শেখায়। দানের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম নয়। ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে খরচ না করে সব নিজের হাতে কুক্ষিগত করতে যেমন নিষেধ করা হয়েছে, তেমনি নিজের সকল অর্থ-সম্পদ বিলিয়ে দিয়ে পরের দিন নিজেকেই হাত পাততে হচ্ছে বা পরিবারের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করতে কষ্ট হচ্ছে- এমনটি ইসলাম পছন্দ করে না। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

وَ لَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً اِلٰى عُنُقِكَ وَ لَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوْمًا مَّحْسُوْرًا.

(কৃপণতাবশে) নিজের হাত ঘাড়ের সাথে বেঁধে রেখ না এবং তা সম্পূর্ণরূপে খুলে রেখ না, তাহলে তোমাকে নিন্দাযোগে ও নিঃস্ব হয়ে বসে পড়তে হবে।
(সূরা ইসরা : ২৯)
অন্যত্র আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় ও জান্নাতী বান্দাদের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে উল্লেখ করেছেন-

وَ الَّذِيْنَ اِذَاۤ اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَ لَمْ يَقْتُرُوْا وَ كَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا.

আর ব্যয় করার সময় যারা না করে অপব্যয় এবং না করে কার্পণ্য; বরং তা হয় উভয়ের মাঝখানে ভারসাম্যমান।
(সূরা ফুরকান : ৬৭)
নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় সাহাবী হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহু। দুনিয়াতে থাকতেই বিশেষভাবে যে দশজন সাহাবী জান্নাতী হওয়ার সুসংবাদ লাভ করেছিলেন হযরত সা'দ ছিলেন তাঁদের অন্যতম। বিদায় হজ্জের সময় তিনি ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। মুমূর্ষু অবস্থা। নবীজী তার অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে তাকে দেখতে যান।
নবীজীকে কাছে পেয়ে হযরত সা'দ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ(সাঃ)! আমার শারীরিক অবস্থা তো আপনি দেখতেই পাচ্ছেন। আল্লাহ তাআলা আমাকে বেশ কিছু ধনসম্পদ দান করেছেন। আর সন্তান বলতে মাত্র একটি মেয়েই আমার। আমি চাচ্ছি, আমার সম্পদের তিন ভাগের দুই ভাগ দ্বীনের জন্য খরচ করব, আল্লাহর রাস্তায় সদকা করে দিব। অর্থাৎ পুরো সম্পদের

এক ভাগ রেখে বাকি দুই ভাগই তিনি সদকা করে দেবেন। কিন্তু নবীজী এর অনুমতি দিলেন না।

অনুমতি না পেয়ে তিনি আরেকটু কম করে এজাযত চাইলেন। বললেন, তাহলে আমি অর্ধেক সম্পত্তি দান করার ওসিয়ত করি আর অর্ধেকটা রেখে দিই? নবীজী এরও অনুমতি দিলেন না।

এবার তিনি আরো কম করে অনুমতি চাইলেন। বললেন, তাহলে আমার মোট সম্পত্তির তিন ভাগের এক ভাগ দ্বীনের জন্য ওসিয়ত করে যাই আর মেয়ের জন্য দুই তৃতীয়াংশ রেখে যাই? নবীজী এখন কিছুটা সম্মত হলেন। বললেন-

وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ.

আচ্ছা, তিন ভাগের এক ভাগ দিতে চাও! ঠিক আছে, দিতে পার। কিন্তু তিন ভাগের এক ভাগও অনেক।

এরপর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পদ ব্যয় ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে একজন মুমিন কী দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করবে, সেই নীতি সুস্পষ্ট ভাষায় বুঝিয়ে দিলেন। নবীজী বললেন-

إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، وَلَسْتَ تُنْفِقُ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلاَّ أُجِرْتَ بِهَا، حَتَّى اللُّقْمَةَ تَجْعَلُهَا فِي فِي امْرَأَتِكَ.

তুমি তোমার সন্তান-সন্ততিকে দরিদ্র অবস্থায় রেখে যাবে আর তারা মানুষের কাছে হাত পাতবে, এরচেয়ে অনেক উত্তম হচ্ছে তাদেরকে সচ্ছল অবস্থায় রেখে যাওয়া। আর তুমি যে খরচই কর না কেন, তা যদি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে তবে আল্লাহ তোমাকে সওয়াব দান করবেন। এমনকি একটি লোকমা, যা তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে তুলে দাও।
(দ্র. সহীহ বুখারী, হাদীস ৪৪০৯)

৭. দান গোপনে করতে পারলেই বেশি ভালো

দান করব এমন চুপে চুপে, যাতে কোনো ধরনের আত্মমুগ্ধতা বা আত্মপ্রচারের শিকার হতে না হয়। ডান হাত দান করবে তো বামহাতও যেন টের না পায়। হাদীসে এসেছে, সাত ধরনের ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা তাঁর ছায়ায় আশ্রয় দান করবেন। তার মধ্যে অন্যতম হল-

وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ.

যে এমনভাবে দান করে যে, ডানহাতে দান করলে বামহাতও টের পায় না। (সহীহ বুখারী, হাদীস ৬৬০,মুসলিম ১০৩১)

তবে হাঁ, কখনো গোপনে দান করার চেয়ে প্রকাশ্যে দানের মধ্যেও নিহিত থাকে অনেক কল্যাণ। যেমন দানের মাধ্যমে অন্যদের উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ করা। এটাও যে দানের একটা

গুরুত্বপূর্ণ খাত, সেদিকে অন্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা ইত্যাদি। প্রকাশ্যে দান করা মানেই মন্দ নয়। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

اِنْ تُبْدُوا الصَّدَقٰتِ فَنِعِمَّا هِىَ وَ اِنْ تُخْفُوْهَا وَ تُؤْتُوْهَا الْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُم.ۚ

তোমরা দান-সদকা যদি প্রকাশ্যে দাও, সেও ভালো আর যদি তা গোপনে গরীবদেরকে দান কর তবে তা তোমাদের পক্ষে কতই না শ্রেয়! (সূরা বাকারা : ২৭১)

৮. প্রকৃত হকদারকে দান করা

দান করতে হয় নিজ দায়িত্বে অভাবীদেরকে খুঁজে খুঁজে। কারণ কিছু মানুষ থাকে, যারা অর্থসংকটের শিকার, কিন্তু ব্যক্তিত্ব, আভিজাত্য ও সামাজিক অবস্থানের কারণে চক্ষুলজ্জায় কারো কাছে চায় না। মুখ খুলেও কিছু বলতে পারে না বা বলে না। দান করার সময় খুঁজে খুঁজে এমন লোকদেরকে প্রাধান্য দেয়া উচিত। কুরআনে কারীমে কত চমৎকারভাবে তাদের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে-

يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَآءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيْمٰىهُمْ لَا يَسْـَٔلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا.

তারা যেহেতু অতি সংযমী হওয়ার কারণে কারো কাছে সওয়াল করে না, তাই অনবগত লোকে তাদেরকে বিত্তবান মনে করে। তোমরা তাদের চেহারার আলামত দ্বারা তাদেরকে (অর্থাৎ তাদের অভ্যন্তরীণ অবস্থা) চিনতে পারবে।

(সূরা বাকারা : ২৭৩)

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

لَيْسَ المِسْكِينُ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ تَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ، وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ، وَلَكِنِ المِسْكِينُ الَّذِي لاَ يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ، وَلاَ يُفْطَنُ بِهِ، فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ وَلاَ يَقُومُ فَيَسْأَلُ النَّاس.َ

এক-দুই লোকমা খাবার বা এক-দুইটি খেজুরের জন্য যে মানুষের দ্বারে দ্বারে ধরনা দেয়- অভাবী তো সে নয়; প্রকৃত অভাবী হল, যার অভাব আছে, কিন্তু তাকে দেখে তার অভাব আঁচ করা যায় না; যার ভিত্তিতে মানুষ তাকে দান করবে। আবার চক্ষুলজ্জায় সে মানুষের দুয়ারে হাতও পাততে পারে না।

(সহীহ বুখারী, হাদীস ১৪৭৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস ১০৩৯)

৯. নিকটবর্তী লোকদের দান করা

দানের আরেকটি নিয়ম হল নিজের নিকটাত্মীয়দের আগে দান করা। এতে একদিকে যেমন সদাকার সওয়াব পাওয়া যায়, একইসাথে আত্মীয়তার হকও আদায় হয়ে যায়। তাই রাসূল

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি উৎসাহিত করেছেন এবং একে দ্বিগুণ সওয়াব লাভের মাধ্যম বলেছেন। তিনি বলেছেন-

الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ.

মিসকীনকে দান করলে কেবল দান করার সওয়াব লাভ হয়। আর আত্মীয়-স্বজনকে দান করলে দুটি সওয়াব- দান করার সওয়াব এবং আত্মীয়তার হক আদায় করার সওয়াব।
(জামে তিরমিযী, হাদীস ৬৫৮; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ১৬২৩৩)

তবে হাঁ, সবসময় অন্য সকল গরীব-দুঃখীদের এড়িয়ে কেবল নিকট জনদের দান করে যাব, এমন কথা নয়। কখনো হতে পারে নিকটাত্মীয়ের চেয়েও অন্যদের অভাব ও প্রয়োজনটা বেশি। দান করার সময় তাদের প্রতিও লক্ষ্য রাখা উচিত।

১০. দান করব স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বপ্রণোদিত হয়ে

কথায় আছে, 'সদকায় বলা দূর।' হাদীস শরীফেও এসেছে, নিশ্চয় সদাকা আল্লাহর ক্রোধকে নিভিয়ে দেয় এবং অপমৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করে। তাই বলে কি কেবল বিপদে যখন পড়ব তখনই দান-সদকা করব? না, ইসলামের শিক্ষা হল, দান কর সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, সবসময় সর্বাবস্থায়। কুরআনে কারীমে আল্লাহ তাআলা মুত্তাকিদের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন-

الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِى السَّرَّآءِ وَ الضَّرَّآءِ.

যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল (সর্বাবস্থায় আল্লাহর জন্য অর্থ) ব্যয় করে...। (সূরা আলে ইমরান : ১৩৪)

প্রসিদ্ধ সাহাবী আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, এক লোক এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করল, কখন দান করা উত্তম? তিনি ইরশাদ করলেন-

أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ شَحِيحٌ، أَوْ صَحِيحٌ، تَأْمُلُ الْعَيْشَ، وَتَخْشَى الْفَقْرَ، وَلَا تُمْهِلْ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بِالْحُلْقُومِ، قُلْتَ: لِفُلَانٍ كَذَا، وَلِفُلَانٍ كَذَا، وَقَدْ كَانَ.

যখন তুমি (অতি প্রয়োজন বা লোভের কারণে) মাত্রাতিরিক্ত মিতব্যয়ী বা হাড়কিপটে হও এবং সম্পদ হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার আশংকা কর, অথবা যখন তুমি সুস্থাবস্থায় দীর্ঘায়ুর প্রত্যাশা কর তখন সদকা করা। এত দেরি করো না যে, মৃত্যু এসে যায় আর তখন তুমি (ওসিয়ত করে) বলছ- আমার সম্পদগুলো অমুকের জন্য, অমুকের জন্য! অথচ (তুমি না বললেও) তা তাদের জন্য হয়েই আছে।
(মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ৯৭৬৮; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ২৭০৬)

১২. দান করতে হয় নিজের প্রয়োজনে নিজ দায়িত্বে

ইসলামের দৃষ্টিতে দান করতে হয় নিজের প্রয়োজনে। দানের মাধ্যমে গ্রহীতার প্রতি অনুগ্রহ করা হচ্ছে- এমনটি নয় কখনো; বরং তার প্রাপ্য ও অধিকারটাই তাকে বুঝিয়ে দেয়া হচ্ছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন-

وَ الَّذِيْنَ فِيْۤ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ لِّلسَّآىِٕلِ وَ الْمَحْرُوْمِ۪

আর যাদের সম্পদে নির্ধারিত ‘হক’ (অধিকার) রয়েছে যাঞ্চাকারী ও বঞ্চিতদের।

(সূরা মাআরিজ: ২৪-২৫)

অর্থাৎ কুরআনে কারীমে একে তাদের ‘হক’ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

সুতরাং দানকারীর মানসিকতা থাকবে, দান করছি নিজের প্রয়োজনে। গ্রহীতা ‘দান’টা গ্রহণ করে কেমন যেন আমার প্রতিই এক ধরনের করুণা করল!

আল্লাহ আমাদেরকে ইখলাসের সাথে সঠিক পন্থায় দান করার তাওফীক দিন এবং আমাদের দানকে আমাদের কল্যাণ ও আখেরাতে নাযাতের ওসীলা বানান।

রমযান : যে মাসে নবীজী দু’হাত ভরে দান করতেন

রমযান মাস অন্য এগারোটি মাসের চেয়ে ভিন্ন। এ মাসে আমাদেরকে দিনের বেলা অন্যান্য মাসের চেয়ে বেশি সংযমী হয়ে চলতে হয়। এ মাসে কুপ্রবৃত্তিকে আরো দলিত করতে হয়। পাপকে আরো কঠোরভাবে পরিহার করতে হয়। অতীতের সব গুনাহ মাফ করিয়ে নিতে হয়। পুণ্যের পথে আরো অগ্রসর হতে হয়। পুরো রমযানকে সাজানো হয় পুণ্যের সহায়করূপে। শয়তানকে বন্দি করা হয়। জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়। রহমত ছেয়ে রাখে মুসলিম উম্মাহকে। এ মাস আগমনের পনেরো দিন আগে আল্লাহ তাআলা বারাআতের মতো রজনী দান করেছেন। যে রাতে হিংসুক ছাড়া সমস্ত মুমিনের ব্যাপারেই ক্ষমার ঘোষণা আছে।

ইসলাম কল্যাণের পথে যেমন ধাবিত হতে বলে, তেমনি কল্যাণের পথে চলার মতো সব আয়োজনও করে দেয়। একে অপরকেও কল্যাণের পথে সহযোগী হতে বলে। কুরআন-হাদীসে এধরনের বার্তা বহু আছে। কখনো বলেছে, সৎকাজ ও তাকওয়ার পথে পরস্পরকে সহায়তা করো। কখনো বলেছে, একে অপরকে সত্যের ওসিয়ত করো, সবরের ওসিয়ত করো।

হাদীস আমাদের বার্তা দেয়, এক মানুষ আরেক মানুষকে সহায়তা করলে আল্লাহ্ও তার সহায়তা করেন। এমনকি জালেমকেও সহায়তা করতে বলেছে ইসলাম। জালেমের সহায়তা হয় কী করে?

জালেমের সহায়তা হয়, তাকে জুলুম থেকে নিবৃত্ত করার মাধ্যমে।

মানুষ মানুষকে নানাভাবেই সহায়তা করতে পারে। রমযানে মানুষকে কল্যাণ ও তাকওয়ার পথে সহায়তার একটি অংশ হল, আর্থিক অনুদান। এ অনুদান মানুষকে শ্রমসাধ্য ও ভারি কাজ কমিয়ে আনতে সহায়তা করে। ফলে মানুষ সহজে রোযা রাখতে পারে। রাতের তারাবী অনায়াসে আদায় করতে পারে। আর্থিক সহায়তাপ্রাপ্ত মানুষটি নিবিষ্ট মনে আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করতে পারে।

আমাদের নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন দানের বেলায় উপমাহীন। তিনি মানুষকে দান করতেন দারিদ্র্যের ভয় না করে। একবার একজনকে দান করেছিলেন মাঠভর্তি ছাগল। এত বড় অনুদান পেয়ে লোকটি নিজ গোত্রের কাছে ফিরে বলেছিলেন, তোমরা মুহাম্মাদের দ্বীনের ওপর ঈমান আনো। তিনি এমনভাবে দান করেন, যেন দারিদ্র্যকে ভয় পান না।

(সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৩১২)

রমযান মাসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দানের সীমা-পরিসীমা থাকত না। ইবনে আব্বাস রা. সে দানের বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন-

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ، وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَلْقَاهُ، فِي كُلِّ سَنَةٍ، فِي رَمَضَانَ حَتَّى يَنْسَلِخَ، فَيَعْرِضُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُرْآنَ، فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দানশীল। তিনি রমযান মাসে সবচেয়ে বেশি দান করতেন যখন জিবরীল আ.-এর সাথে দেখা হত। জিবরীল আ.-এর সাথে দেখা হলে তিনি হয়ে উঠতেন মুক্ত বাতাসের চেয়েও দানশীল।(সহীহ বুখারী, হাদীস ৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৮০৩)

ইমাম আহমাদ রাহ. মুসনাদে আহমাদে (২০৪২) বর্ণনা করেন-

لا يُسأل عن شيءٍ إلا أعطاه.

কেউ চাইলে তিনি না করতেন না।

ইবনে উমর রা. বলেছেন-

مَا رَأَيْتُ أَجْوَدَ، وَلَا أَمْجَدَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মতো বড় দানশীল ও সম্ভ্রান্ত কাউকে দেখিনি। (আলইস্তিযকার, ইবনে আবদুল বার, বর্ণনা ১৯৯১২)

এমন ছিল আমাদের নবীজীর দানশীলতা। এভাবেই তিনি দান করতেন রমযান মাসে। আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কুরআন কারীমে আমাদের জন্য আদর্শ ও অনুসরণীয় বলে আখ্যায়িত করেছেন। বলেছেন, যারা আল্লাহ ও আখেরাতের প্রত্যাশা করে তারা নবীজীকে আদর্শ মানে, তাঁকে অনুসরণ করে।

ইবনে রজব হাম্বালী রাহ. রমযান মাসে দানের অনেক ফায়েদা লিখেছেন। তার মধ্যে একটি হল, রোযা রাখতে গিয়ে আমাদের কোনো না কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়েই যায়। রোযার মাধ্যমে গোনাহ মাফ হতে হলে রোযাও সেসব ভুল-ত্রুটি থেকে মুক্ত হতে হবে, যা থেকে মুক্ত হওয়া দরকার। দান-সদকা সেসব ত্রুটি-বিচ্যুতির ক্ষতিপূরণ করে। এজন্যই রোযার শেষে ফিতরা ওয়াজিব করা হয়েছে- রোযাদারকে অহেতুক ও অশ্লীল কাজের গোনাহ থেকে মুক্ত করার জন্য।

(লাতাইফুল মাআরিফ, পৃ. ২৩২)

অনেক দিনমজুরই কষ্টসাধ্য কাজের কারণে রোযা রাখতে পারে না। আমাদের একটু উদারহস্তের দ্বারা এ মানুষগুলো বরকতময় মাসের বরকত লাভ করতে পারে। খোদার নাফরমানী থেকে বেঁচে যেতে পারে। আমাদের চোখের সামনে সবচেয়ে বেশি কষ্ট করে রিকশাওয়ালারা। তাদেরকে এক বেলার ইনকাম পরিমাণ দান করলে ওই দিনের রোযাটা রাখতে পারে।

অনেক মানুষই অর্থের অভাবে সাহরী-ইফতারে ভালো খাবারের ব্যবস্থা করতে পারে না। আমাদের মনোযোগ ওদের সাহরী-ইফতার সহজ ও স্বাস্থ্যকর করে তুলতে পারে। এভাবে আমরা খেয়াল করলে রমযানের বরকত সবশ্রেণি পেশার মানুষকে ছুঁয়ে যাবে। সহমর্মিতার মাসে সত্যিকার অর্থে সহমর্মী সমাজ গড়ে উঠবে।

যে দান হারিয়ে যাওয়ার নেই ভয়

মানুষের কাছে নিজের প্রাণের চেয়ে প্রিয় কিছু আছে? নেই। মানুষ নিজেকেই সবচেয়ে বেশি ভালবাসে। অথচ জীবন-যৌবন সবই মানুষ বিলিয়ে দেয় অর্থ উপার্জনের পেছনে। অবশ্য অর্থের পেছনে এ ছুটে চলাও নিজের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করার লক্ষ্যে, অধীনস্থ পরিবারপরিজন আর সন্তানাদির জীবন সুখময় করার জন্য। নিজের ও পরিজনদের ভবিষ্যৎচিন্তাই মানুষকে প্রাণবন্ত করে রাখে কর্ম ও উপার্জনের নিষ্ঠুর ময়দানে। এ চিন্তাই তার সামনে সহজ করে দেয় অর্থ উপার্জনের জন্যে মাথার ঘাম পায়ে ফেলা আর শরীরের রক্ত পানি করা। এত কষ্ট করে যে উপার্জন, যে ভবিষ্যত সামনে রেখে এ সাধনা, এসব কিছুটা ভুলে গিয়ে, কিছুটা এড়িয়ে গিয়ে উপার্জিত অর্থ অন্যের প্রয়োজনে বিলিয়ে দেয়া সহজ কথা নয় মোটেও। এর জন্যে প্রয়োজন বুকভরা সাহস, প্রয়োজন আকাশের মতো উদার একটি মন। তবেই সম্ভব মানবতার ডাকে সাড়া দেওয়া।

যারা দান করেন, তারা কেন করেন? নিজের কষ্টের টাকা কেন অন্যকে দিয়ে দেন? ভবিষ্যতের চিন্তায় উপার্জিত ও সঞ্চিত টাকা কেন বিলিয়ে দেন অন্যদের প্রয়োজনে? এর নানান উত্তর হতে পারে। কেউ হয়তো সম্মান-সুখ্যাতির আশায় দান করেন, কেউ নিজের দল ভারি করার জন্যে টাকা বিলিয়ে দেন, কেউ নিজের চিন্তা ও আদর্শ ছড়িয়ে দেয়ার স্বার্থে অন্যদের পাশে দাঁড়ান। যারা আল্লাহবিশ্বাসী মুমিন, তাদের দানের একমাত্র উদ্দেশ্য- আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা। আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টিই তাদের জীবনের পরম লক্ষ্য। শুধু দান কিংবা পরোপকারই নয়, জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপেই তারা মহান মালিকের সন্তুষ্টি হাসিল করতে চান। তাদের এক কথা-

اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ لَا نُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَآءً وَّ لَا شُكُوْرًا.

আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যেই তোমাদের খেতে দিই। তোমাদের কাছ থেকে আমরা কোনো বিনিময় চাই না, চাই না কৃতজ্ঞতাও।

(সূরা দাহর: ৯)

দানের জন্য যে পুরস্কারের ঘোষণা এসেছে পবিত্র কুরআন ও হাদীসে, তা নিশ্চিত করতে হলে এ শর্তে উত্তীর্ণ হতেই হবে। দুনিয়ার সুনাম-সুখ্যাতি লাভ, নিজের দল ভারি করা কিংবা পার্থিব কোনো বিনিময়প্রাপ্তি নয়, একমাত্র লক্ষ্য হতে হবে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা। যাদের দান এ শর্তে উত্তীর্ণ, তাদের দান বিফলে যেতে পারে না। দানের প্রতিদান তারা পাবেই। এ ঘোষণা পবিত্র কুরআনের-

وَ مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللهِ وَ تَثْبِيْتًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍۭ بِرَبْوَةٍ اَصَابَهَا وَابِلٌ فَاٰتَتْ اُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَاِنْ لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَ اللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ.

আর যারা নিজেদের সম্পদ খরচ করে আল্লাহর সন্তুষ্টির প্রত্যাশায় এবং নিজেদেরকে সুসংহত করার লক্ষ্যে তাদের দৃষ্টান্ত এমন, যেন সমতল উঁচু ভূমিতে একটি বাগান, তাতে ভারি বৃষ্টি হয়, তখন তা দ্বিগুণ ফল দেয়; আর যদি ভারি বৃষ্টি না হয় তাহলে হালকা বৃষ্টিই (যথেষ্ট)। আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্মের সম্যক দ্রষ্টা।

(সূরা বাকারা : ২৬৫)

দানকে এ আয়াতে বৃষ্টির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। আলোচ্য ব্যক্তিদের দান এমন, তারা যদি অধিক পরিমাণে দান করে তবে সওয়াব হবে অনেক বেশি। আর যদি দানের পরিমাণ কম হয়, তবুও তাদের দান হারিয়ে যাবে না, বৃথা ও নিষ্ফল হয়ে পড়বে না। তাদের স্বল্প দানেও মিলবে সওয়াব ও পুরস্কার। মানে ও পরিমাণে হয়তো বেশি দানকারীদের মতো হবে না। কিন্তু তাই বলে পরিমাণে কম হওয়ায় এ দান প্রত্যাখ্যাত হবে না। উদাহরণ দেয়া হয়েছে এভাবে- একটি উর্বর জমিতে বৃষ্টি যতটা বেশি হবে, ফসলের পরিমাণও সে অনুপাতে বাড়বে। আর জমি উর্বর হওয়ায় অল্প বৃষ্টিতে ফসল ফলবে। তবে এজন্য এখানে দুটি শর্তের কথা বলা হয়েছে :

এক. আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় দান করা।

দুই. নিজেদেরকে সুসংহত করার লক্ষ্যে দান করা।

নিজেদের সুসংহত করার অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর কাছ থেকে বিনিময় পাওয়ার বিষয়ে অন্তরকে দৃঢ় করা; মনে এ স্থির বিশ্বাস লালন করা দানসদকার সওয়াব হারিয়ে যেতে পারে না। আর এ তো বলাবাহুল্য, আল্লাহ তাআলার কাছে সওয়াবের আশা করতে হলে নিজের দান হতে হবে কেবলই তাঁর সন্তুষ্টির প্রত্যাশায়। দুনিয়ার কোনো মোহে কিংবা প্রাপ্তির আশায় দান করলে এর বিনিময় আল্লাহর কাছ থেকে আশা করা বৃথা।

আল্লাহ তাআলার রহমতের আশাবাদী যারা, যারা পরকালের শান্তিময় জীবন কামনা করে, সে মুমিনেরা তো প্রতিটি পয়সা ব্যয় করার সময় চিন্তা করে- এতে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি আছে কি না। আল্লাহ তাআলা অসন্তুষ্ট হতে পারেন এমন যে কোনো খাতে তারা নিজেদের সম্পদ ব্যয় করতে কুণ্ঠিত হয়। মুমিনদের এ চরিত্র আল্লাহ তাআলা এভাবে বর্ণনা করেছেন-

وَ مَا تُنْفِقُوْنَ اِلَّا ابْتِغَآءَ وَجْهِ اللهِ

তোমরা তো কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যেই ব্যয় করে থাক।

(সূরা বাকারা: ২৭২)

শুধু দানসদকাই নয়, যে কোনো ইবাদতে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের পরিবর্তে যদি সুনাম-সুখ্যাতি অর্জন কারও উদ্দেশ্য হয়, ইবাদতে যদি ইখলাস না থাকে, তবে সেটাও একপ্রকার শিরক। এ শিরকের মাত্রা হয়তো মূর্তিপূজার মতো অতটা ভয়াবহ নয়, তবুও তা শিরক। আর নামায বা এজাতীয় ইবাদতের তুলনায় দানসদকায় এ অপরাধের আশঙ্কা

বরাবরই বেশি থাকে। সূরা নিসার ৩৬ নং আয়াতে বাবা-মা আত্মীয়স্বজন ইয়াতিম মিসকিন, কাছের প্রতিবেশী, দূরের প্রতিবেশী, সঙ্গীসাথী, মুসাফির ও মালিকানাধীন দাস-দাসী- সকলের প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বলাবাহুল্য, তারা যখন প্রয়োজনগ্রস্ত হয়ে পড়বে, তখন তাদেরকে আর্থিক সহযোগিতা করাও সদাচারেরই অন্তর্ভুক্ত। এ আর্থিক সহযোগিতাকেই আমরা দান বা সদকা বলে থাকি। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে দানসদকা তাই সরাসরি আল্লাহ তাআলারই নির্দেশ। কিন্তু মহাপুরস্কার অর্জিত হবে যে আমলে- বিষাক্ত রিয়া এসে তা বরবাদ করে দেয়ার চেষ্টা তো করবেই। বনি আদমকে বিভ্রান্ত করা আর তার আমলগুলো বরবাদ করার জন্যে শয়তান প্রতি মুহূর্তেই ওত পেতে আছে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে উপরোক্ত সদাচরণের আদেশ দেয়ার আগেই সতর্ক করেছেন এভাবে-

তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো। তাঁর সঙ্গে কোনোকিছুই শরিক করো না। (সূরা নিসা : ৩৬) অর্থাৎ সতর্ক থেকো, কোনো প্রকার রিয়া যেন তোমাদের ইবাদতে যুক্ত হয়ে না পড়ে। ইবাদতের লক্ষ্য তো কেবলই আল্লাহর সন্তুষ্টি। ছোট-বড় কোনো শিরকই যেন ইবাদতকে নষ্ট করে না দেয়।

দানে যাদের ইখলাস ও নিষ্ঠা থাকে না, রিয়া ও লোকদেখানো মানসিকতা যাদের দানকে গ্রাস করে নেয়, দান করে যারা সুনাম-সুখ্যাতি হাসিল করতে চায়, পবিত্র কুরআনে তাদের জন্যে বর্ণিত হয়েছে একটি হৃদয়স্পর্শী উপমা। এক লোক সারা জীবনের শ্রম-সাধনায় গড়ে তুলেছে একটি চোখজুড়ানো বাগান। যৌবনের সবটুকু সাধ্য বিলিয়ে দিয়ে তিলে তিলে গড়ে তোলা সে বাগানে কী নেই! সবরকম ফলের যেন সমাহার সেখানে। আছে সারি সারি খেজুর গাছ। আছে আঙুরের বাগান। এ দুটোই বলা যায়, আরবের শ্রেষ্ঠতম ফল। বাগানটির পাশ দিয়ে কুলকুল করে বয়ে গেছে নদী। একদিকে নানারকম ফলে সমৃদ্ধ এ ছায়াঘেরা বাগান, এর সঙ্গে জুড়ে আছে নদী। তাই বাগানের ফলফলাদি দেখে যেমন চোখ জুড়ায়, শরীর জুড়িয়ে যায় নদীর তীরের স্নিগ্ধ বাতাসে। এমন একটি বাগান যার থাকে, এ দুনিয়াতে তার আর কী চাই! নিজের জীবন তো কেটে যাবেই, স্বাচ্ছন্দে কেটে যাবে সন্তানের জীবনও। তার সন্তান এখনো কাজের বয়সে পৌঁছেনি। কিন্তু তাতে কী! এই এক বাগানই তো যথেষ্ট। এদিকে বাগানের মালিকেরও যৌবন ফুরিয়ে এসেছে। বার্ধক্যের আঘাতে সে আক্রান্ত। কাজের শক্তি নেই শরীরে। সন্তানও অল্পবয়স্ক। সারা জীবনের শ্রম দিয়ে গড়ে তোলা বাগানটিই এ বৃদ্ধবয়সে একমাত্র ভরসা। এমন একটি বাগান এমন সময়ে এসে এক অগ্নিক্ষরা ঘূর্ণিঝড়ের কবলে পড়ে পুড়ে ছাই হয়ে গেল। জীবনধারণের একমাত্র অবলম্বনটি এভাবে চোখের পলকে হারিয়ে গেল। এ আঘাত যদি যৌবনে আসত, তবে নতুন করে সে স্বপ্ন বুনতে পারত। এক বাগানের পরিবর্তে আরও তিনটি বাগান গড়তে পারত। কিন্তু বার্ধক্যের হানায় তো তার স্বপ্ন দেখার শক্তিটুকুও নেই। এমন অসহায়ত্বের মুহূর্তে লোকটির সারা জীবনের উপার্জন যেমন কোনোই

কাজে আসছে না, তেমনি যারা অন্যদের দেখানোর জন্যে দান করে, এ দানও তাদের কোনোই উপকার করবে না। পরকালের কঠিন সময়ে যখন তারা নেকি খুঁজে বেড়াবে, দুনিয়ার জীবনে উদার হস্তে বিলানো কাড়ি কাড়ি দানের বিনিময়ে কোনো নেকিই তখন তাদের ভাগ্যে জুটবে না। [দ্র. সূরা বাকারা : ২৬৬]

এই হচ্ছে লক্ষ্যভ্রষ্ট দানের ভয়াবহতা। চরম সংকটের মুহূর্তে এ দান কোনোই কাজে আসবে না।

এ রিয়া ও লোকদেখানো মানসিকতার মতোই দানের সুফল বিনষ্টকারী আরেকটি বিষয়- দান করে খোঁটা দেয়া। পরিণাম বিবেচনায় এটা রিয়ার চেয়েও গুরুতর। দানে যদি রিয়া থাকে, তবে এতে দানগ্রহীতা উপকৃত হয়ে যায় ঠিকই, বঞ্চিত হয় কেবলই দাতা- দানের অপরিসীম পুরস্কার থেকে। কিন্তু দান করে যখন গ্রহীতাকে দাতা খোঁটা দেয় কিংবা কষ্টদায়ক কোনো আচরণ করে, তখন দানের পরকালীন পুরস্কার থেকে দাতা যেমন বঞ্চিত হয়, দুনিয়ার বিচারেও সে দান আর ভালো কিছু বলে বিবেচিত হয় না। একজন বিপদে পড়লেই তো আরেকজন পাশে দাঁড়ায়। তাকে দান করে। তার প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। সংকটের গর্ত থেকে উপরে উঠে আসতে তাকে সহযোগিতা করে। এরপর দাতা যখন দানের কথা বলে খোঁটা দেয়, গ্রহীতার তখন মনে হয়- আমি যদি বিপদেই পড়ে থাকতাম, তার কাছ থেকে যদি সহযোগিতাটুকু গ্রহণ না করতাম! দানগ্রহীতার জন্যে এ যেন আগের চেয়েও বড় বিপদ। স্বাভাবিক কথা, এক বিপদে সহযোগিতা করে যদি কেউ আরও বড় কোনো বিপদে ফেলে দেয়, তবে সে সহযোগিতা অর্থহীন, সে দান নিষ্ফল। সহযোগিতা যে গ্রহণ করে, মানসিকভাবে সে এমনিতেই দুর্বল থাকে। এর ওপর যদি যোগ হয় সহযোগিতাকারীর পক্ষ থেকে খোঁটা, তবে তা রীতিমতো তার অন্তরে রক্তক্ষরণ ঘটায়। এমন সহযোগিতা করার চেয়ে না করাই ভালো। এ ভালো সবার জন্যেই- গ্রহীতা যদিও বিপদগ্রস্ত, কিন্তু এক বিপদ থেকে মুক্তি পেয়ে আরও বড় কোনো বিপদে তাকে পড়তে হবে না, খোঁটা শোনার মতো বড় যন্ত্রণা তাকে সইতে হবে না। আবার নিষ্ফল দান না করে নিজের সম্পদ নিজের কাছেই রয়ে গেল- এতে সহযোগিতাকারীরও একপ্রকার ভালোই হল। আবার দান করে, বিপদে সহযোগিতা করে যারা খোঁটা দেয়, তারা যেমন সমাজের চোখে মন্দ বলে বিবেচিত হয়, তারা আল্লাহ তাআলার বিচারেও মন্দ। আল্লাহ তাআলা স্পষ্টই বলে দিয়েছেন- দান করে খোঁটা দেয়ার তুলনায় দান না করে সুন্দর কথায় ফিরিয়ে দেয়া অনেক উত্তম।

قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ وَّ مَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَّتْبَعُهَآ اَذًى.

সুন্দর কথা ও (সহযোগিতাপ্রার্থীর পীড়াপীড়ি) ক্ষমা করে দেয়া এমন দান থেকে উত্তম, যার পরে কষ্ট দেয়া হয়।

(সূরা বাকারা : ২৬৩)

দান করে খোঁটা দিলে সে দান অর্থহীন। আল্লাহ তাআলার নির্দেশ এমন-

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَ الْاَذٰى.

হে মুমিনগণ! তোমরা তোমাদের দানগুলো খোঁটা ও কষ্ট দিয়ে নষ্ট করে ফেলো না।
(সূরা বাকারা: ২৬৪)

এক খোঁটার মধ্যে রয়েছে অনেক রকমের অপকারিতা। এতে গ্রহীতাকে কষ্ট দেয়া হয়, পরিণতিতে নিজের দান বিফলে যায় এবং আল্লাহ তাআলার কাছে এ দানের কোনো বিনিময় পাওয়ার সম্ভাবনাই থাকে না। উল্টো একে হাদীস শরীফে কঠিন পাপ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। এর পাশাপাশি খোঁটাদানকারী সমাজের চোখেও মন্দ বলে বিবেচিত হয়। সমাজের মানুষের সামনে তার নীচু মানসিকতা প্রকাশিত হয়ে পড়ে। নিজেকে সে নামিয়ে আনে মহানুভবতার সুউচ্চস্তর থেকে নীচুতার গভীর খাদে। যে খোঁটা দেয়, সে নিজেকে বড় মনে করে আর গ্রহীতাকে তুচ্ছ মনে করে বলেই খোঁটা দেয়। অথচ কাউকে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখা অহমিকা ছাড়া আর কী! এমন তো হতেই পারে, বিপদগ্রস্ত কিংবা পার্থিব বিচারে সহায়সম্বলহীন একজন মানুষ আল্লাহ তাআলার কাছে বিত্তবান সহযোগিতাকারীর চেয়ে অনেক বেশি প্রিয়। এমনকি আমাদের চারপাশের দেখা বাস্তবতাও এমন- টাকাপয়সায় পিছিয়ে থেকেও কর্মে-গুণে-আচরণে-সামাজিকতায় এবং পড়াশোনায় সমাজের বিত্তশালীদের ছাড়িয়ে যায় অনেকে। তো শুধু টাকাপয়সার জোরে কেন এ বাহাদুরি? এ বাহাদুরি আর অহমিকাই আসলে এ কুকর্মের মূল, এ খোঁটাদানের শেকড়।

দান করে খোঁটা দেয়া একপ্রকার ধৃষ্টতাও। মুমিনের বিশ্বাস এমন হতেই হবে- আল্লাহ তাআলা যদি মেহেরবানী করে আমাদের তাওফীক দেন, তবেই কেবল আমরা কোনো ভালো কাজ সম্পাদন করতে পারি। আল্লাহ তাআলার তাওফীক পেলেই আমরা কোনো মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকতে পারি। আমাদের সকল ইবাদতের মতো দানসদকাও এ বিশ্বাসেরই আওতাভুক্ত। এর বাইরে নেই কিছুই। এ বিশ্বাস যদি কারও মনে জাগ্রত থাকে, তবে সে কি আর খোঁটা দিতে পারে? তার মনে তো থাকবে দয়াময় আল্লাহ তাআলার প্রতি শোকর ও কৃতজ্ঞতা যে, আল্লাহ তাকে একটি নেক কাজ করার তাওফীক দিয়েছেন বলে। গ্রহীতাকে সে নিজের উপকারকারী মনে করবে। তার ভাবনায় সে নিজেই উপকার-গ্রহীতা। গ্রহীতাকে না পেলে সে দান করত কোথায়- এ ভাবনা তার মনে গ্রহীতার প্রতি সম্মান আরও বাড়িয়ে দেবে। কিন্তু কারও ধারণা যখন উল্টে যায়, সে যখন ভাবতে শুরু করে- নিজের টাকায় আমি তাকে উপকার করেছি, বিপদ থেকে বাঁচিয়েছি, তাকে সহযোগিতা করতে পারা আমার নিজের কৃতিত্ব, তখনই সে খোঁটা দেয়ার সাহস করে। তাই যদি হয়, তবে এ ভাবনা ধৃষ্টতা ছাড়া আর কী হতে পারে!

কেউ কাউকে সহযোগিতা করলে তাদের মধ্যে একটা আন্তরিকতা সৃষ্টি হয়। আরবীতে প্রবাদ আছে- 'আলইনসান আবদুল ইহসান'। অর্থাৎ মানুষ অনুগ্রহের দাস। তাই কাউকে অনুগ্রহ করলে, বিশেষত বিপদে সহযোগিতা করলে সে 'দাস' হয়েই যাবে। কিন্তু সহযোগিতাকারী যদি খোঁটা দেয়, তখন আন্তরিকতা বদলে যায় মনোমালিন্যে। ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে দূরত্ব, সৃষ্টি হয় শত্রুতা। এক সময়ের উপকারের কথা ভুলে গিয়ে একে-অন্যের প্রতিপক্ষ হয়ে যায়। এর মূলেও এই খোঁটা। মানুষের সমাজে কিছু মন্দ মানুষ থাকাও বিচিত্র নয়। এরা উপকারকারীর উপকার তো স্বীকার করবেই না, উল্টো তাদের ক্ষতি করার চেষ্টাও করতে পারে। তখন খোঁটা দেয়ার পরিবর্তে হাঁটতে হবে সবর ও ধৈর্যের পথে। মনে জাগরূক রাখতে হবে আমাদের দান ও সহযোগিতার চেতনা। কুরআনের ভাষায়-

اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ لَا نُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَآءً وَّ لَا شُكُوْرًا.

আমরা তো তোমাদেরকে খাওয়াই কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে। আমরা তোমাদের কাছে কোনও প্রতিদান চাই না এবং কৃতজ্ঞতাও না।

(সূরা দাহর: ৯)

দান করে খোঁটা দেয়া যাবে না- বিষয়টি আসলে সহজ নয়। এর জন্যে শুধু দান করার সময় নিয়তের বিশুদ্ধতা ও ইখলাসই যথেষ্ট নয়। লক্ষ্য যদি আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন ছাড়া অন্য কিছু হয়, তবে তো তা প্রথম ধাপেই ব্যর্থ। এমন দানকে 'আল্লাহর পথে ব্যয়' বলা যাবে না। বিশুদ্ধ নিয়তে দান করার পরই শুরু হবে সাধনার পরবর্তী স্তর। এ স্তরের কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। এ জীবনে কখনোই দানগ্রহীতাকে খোঁটা দেয়া যাবে না। নিজের অনুগ্রহের কথা তাকে মনে করিয়ে দিয়ে কষ্ট দেয়া যাবে না। যেখানে যে পরিবেশে দানগ্রহীতা বিষয়টি লুকিয়ে রাখতে চায় সেখানে তা প্রকাশ করে দিয়ে তাকে বিব্রত করা যাবে না। কখনো যদি দানগ্রহীতার কোনো আচরণে দাতা কষ্ট পায়, তখন দিতে হবে ধৈর্যের পরিচয়। খোঁটা না দেয়ার আসল পরীক্ষাটি তখনই হয়। এ পথ তখন বড়ই পিচ্ছিল হয়ে পড়ে। সেসময় সর্বোচ্চ সতর্কতায় চলতে হবে পথ। মনে রাখতে হবে- সামান্য অসতর্কতা ধুলিস্যাৎ করে দিতে পারে দীর্ঘদিনের সাধনা। বিশুদ্ধ নিয়তে দান করার পর যারা এভাবে নিজেদের দান আগলে রাখেন, দানের যাবতীয় পুরস্কার তাদের জন্যেই। আল্লাহ তাআলার ঘোষণা- আল্লাহ অণু পরিমাণও জুলুম করেন না। যদি তা পুণ্য হয় তাহলে তিনি তা বহুগুণে বাড়িয়ে দেবেন এবং তাঁর নিজের পক্ষ থেকে মহা পুরস্কার দেবেন।

(সূরা নিসা : ৪০)

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যাকে মহা পুরস্কার বলেছেন, তার সীমা আমরা কী করে কল্পনা করব! তিনি তো পুরো দুনিয়ার ভোগ্যসামগ্রীকেই বলেছেন নিতান্ত তুচ্ছ। পরকালে এমন মহা পুরস্কার যদি পাওয়া যায় দুনিয়ার সামান্য সম্পদ দান করে, পরোপকারে বিলিয়ে দিয়ে, তবে

আর ভয় কীসের! না, কোনো ভয় নেই। এ দান হারিয়ে যাওয়ার ভয় নেই। আল্লাহ তো বলেই দিয়েছেন-

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُوْنَ مَآ اَنْفَقُوْا مَنًّا وَّلَآ اَذًى لَّهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْۚ وَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ

যারা নিজেদের সম্পদরাজি আল্লাহর পথে ব্যয় করে, অতঃপর ব্যয় করার পর খোঁটা দেয় না এবং কোনোরূপ কষ্টও দেয় না, তাদের জন্যে তাদের প্রভুর নিকট তাদের প্রতিদান রয়েছে, তাদের কোনো ভয় নেই, তারা দুঃখিতও হবে না।
(সূরা বাকারা : ২৬২)

সাহাবায়ে কিরামের পরস্পরের মাঝে দানের প্রতিযোগিতাঃ

রাসূল(সাঃ) ও এর সাহাবিদের মাঝে কল্যাণকর কাজে প্রতিযোগিতার অসংখ্য অতুলনীয় দৃষ্টান্ত রয়েছে। উমর বিন খাত্তাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, 'একবার রাসুল (সাঃ) আমাদের সদাকা করার নির্দেশ দিলেন। আর আমার কাছে যে পরিমাণ সম্পদ আছে, তা রাসুলের নির্দেশনা উপযোগীই ছিল। তাই আমি বললাম, "যদি কোনো দিন আবু বকরকে ছাড়িয়ে যেতে চাই আমি, তবে আজই সেই দিনটি এসেছে।" তারপর আমি আমার সম্পদের অর্ধেক নিয়ে হাজির হলাম। রাসুল (সাঃ)আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার পরিবারের জন্য কী রেখে এসেছ?" আমি বললাম, "এর সমপরিমাণ সম্পদ রেখে এসেছি।" আর এদিকে আবু বকর (রাঃ) তাঁর সম্পদের সবটুকুই নিয়ে এসেছেন। রাসুল(সাঃ) ও তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার পরিবারের জন্য কী রেখে এসেছ?" তিনি বললেন, "তাদের জন্য আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসুল(সাঃ) কে রেখে এসেছি।" আমি বললাম, "আমি কোনো দিন কোন কিছুতেই আপনাকে ছাড়িয়ে যেতে পারব না। (সুনানু আবি দাউদ:১৬৭৮,সুনানুত তিরমিজি :৩৬৭৫)

কালের অববাহিকায় আজও ইতিহাসের পাতায় 'ইসার আলান নাফস' তথা নিজের ওপর অন্যকে প্রাধান্য দেওয়ার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ রয়েছে। সেটি হলো, উমর বিন খাত্তাব(রাঃ) বলেন, 'একবার এক সাহাবির কাছে বকরির মাথা হাদিয়া আসলো। তিনি হাদিয়া পেয়ে বললেন, "আমার চেয়েও আমার অমুক ভাইয়ের বকরির মাথাটি বেশি প্রয়োজন।" ফলে মাথাটি তার কাছেই পাঠিয়ে দিলেন তিনি। এভাবে একজন অপরজনের কাছে পাঠাতে পাঠাতে সাতটি বাড়ি অতিক্রম করল। অবশেষে বকরির মাথাটি প্রথম ব্যক্তির কাছেই ফিরে এল।(আল-ইহইয়া:৩/২৭৩)

এমনই ছিল তাঁদের আখলাক-চরিত্র। তাঁদের গুণাবলি এতটাই উন্নত ছিল। নিজেদের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও নিজের ওপর অন্যের প্রয়োজনকে প্রাধান্য দিতেন তাঁরা।

উসমান গনী ছিলেন একজন দানবীর সাহাবী। তিনি একটি যুদ্ধের জন্য সুসজ্জিত ৩০০ ঘোড়া দান করেছিলেন! আল্লাহর রসূল (সাঃ) তাবুকের সংকটকালের যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য লোকদের সদকাহ্ করতে উদ্বুদ্ধ করলেন। উসমান উঠে বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল (সাঃ)! আল্লাহর রাস্তায় জিনসহ ১০০টি সুসজ্জিত ঘোড়া দান আমার দায়িত্বে।তারপরেও আল্লাহর রাসূল (সাঃ) লোকদেরকে উৎসাহিত করতে থাকলেন। এবারেও উসমান উঠে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল (সা)! আল্লাহর রাস্তায় জিনসহ ২০০টি সুসজ্জিত ঘোড়া দান আমার দায়িত্বে।' তারপরেও আল্লাহর রাসূল (সাঃ) লোকদেরকে উৎসাহিত করতে থাকলেন। আবারো উসমান উঠে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! আল্লাহর রাস্তায় জিনসহ ৩০০টি সুসজ্জিত ঘোড়া দান আমার দায়িত্বে।' এই বৃহৎ দানের কথা শুনে মহানবী (সাঃ) মিম্বর থেকে এই বলতে বলতে নামলেন, "এর পরে উসমান যা করবে, তাতে তার কোন ক্ষতি হবে না। এর পরে উসমান যা করবে, তাতে তার কোন ক্ষতি হবে না।

(আহমাদ ৪/৭৫,তিরমিজি ৫/৬২৫,হাকেম ৩/১১০)

তালহা বিন উবাইদুল্লাহ(রাঃ)-এর স্ত্রী একদা স্বামীকে চিন্তাগ্রস্ত দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি ব্যাপার? সম্ভবতঃ আমার ব্যাপারে আপনার কোন সন্দেহ হয়েছে; তা থেকে বিরত হব?' উত্তরে তালহা বললেন, 'তুমি কত উত্তমই না মুসলিমের স্ত্রী! আসলে আমার কাছে কিছু মাল জমা হয়ে গেছে। জানি না সেগুলো কি করব?' স্ত্রী বললেন, 'সে ব্যাপারে আপনার দুশ্চিন্তা কিসের? আপনি আপনার গোত্রের লোককে ডেকে তা বিতরণ করে দিন!' তালহা কিশোর খাদেমকে গোত্রের লোককে ডেকে হাযির করতে বললেন এবং সমস্ত মাল তাদের মাঝে বণ্টন করে দিলেন। সে মাল ছিল ৪ লক্ষ দিরহাম (ত্বাবারনী,সহীহ তারগীব ৯২৫নং)

সাদাকা সম্পর্কে সালফে সালি'হীনদের কিছু কথা

আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস্‌উদ্ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

ِإِنَّ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَجْعَلَ كَنْزَكَ حَيْثُ لا يَأْكُلُهُ السُّوْسُ، وَلَا تَنَالُهُ اللُّصُوصُ فَافْعَلْ بِالصَّدَقَة "

তোমার পক্ষে যদি সম্ভব হয় যে, তুমি তোমার ধন-ভাণ্ডারটুকু এমন এক জায়গায় রাখবে যেখান থেকে কোন পোকা খেয়ে তা কমিয়ে দিবে না এবং কোন চোর উহার নাগাল পাবে না তা হলে তা আল্লাহ্ তা'আলার পথে সাদাকা করে দাও"। (তাম্বীহুল-গাফিলীন ২৪৭)

আবু যর(রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

الصَّلاةُ عِبَادُ الْإِسْلَامِ، وَالْجِهَادُ سَنَامُ الْعَمَلِ، وَالصَّدَقَةُ شَيْءٌ عَجِيْبٌ، وَالصَّدَقَةُ شَيْءٌ عَجِيْبٌ، وَالصَّدَقَةُ شَيْءٌ عَجِيْب" ٌ

সলাত হচ্ছে ইসলামের খুঁটি। জিহাদ হচ্ছে একটি উন্নত আমল। আর সাদাকা তো একটি অত্যাশ্চর্য বস্তু। আর সাদাকা তো একটি অত্যাশ্চর্য বস্তু। আর সাদাকা তো একটি অত্যাশ্চর্য বস্তু"। (তাম্বীহুল-গাফিলীন ২৪৩)

জাবির বিন্ আব্দুল্লাহ্ বলেনঃ

একদা 'উমর আমার হাতে গোস্ত দেখে বললেনঃ হে জাবির! তোমার হাতে এটি কি? আমি বললামঃ গোস্ত খেতে ইচ্ছে হয়েছিলো তাই একটু খরিদ করলাম। তখন উমর (রাঃ) বললেনঃ যখনই তোমার কিছু খেতে ইচ্ছে হয় তখনই তা খরিদ করো? হে জাবির! তুমি কি নিমোক্ত আয়াতকে ভয় পাও না?

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا

"কাফিরদেরকে কিয়ামতের দিন বলা হবে তোমরা তো পার্থিব জীবনের সকল সুখ-স্বাচ্ছন্দ ভোগ করে শেষ করেছো"। (আ'হক্বাফ: ২০)

ইয়াহইয়া বিন্ মু'আয (রাহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ

مَا أَعْرِفُ حَبَّةٌ تَزِنُ جِبَالَ الدُّنْيَا إِلَّا الْحَبَّةَ مِنَ الصَّدَقَة" ِ

আমি জানি না, দুনিয়াতে এমন কোন দানা আছে যা বিশ্বের সকল পাহাড় সমপরিমাণ ওজন রাখে একমাত্র সাদাকার দানা ছাড়া।(এহইয়া ১/২৬৭)

আবু সুলাইমান আদ-দারানী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ যে ব্যক্তি রিযিকের ব্যাপারে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার উপর নির্ভরশীল তাঁর চরিত্র অবশ্যই ভালো হবে, তিনি অত্যন্ত ধৈর্যশীল হবেন, আল্লাহ্ তা'আলার পথে সাদাকা-খায়রাত করতে তিনি কখনো দ্বিধা করবেন না এবং তাঁর সলাতে শয়তানের কুমন্ত্রণা অবশ্যই কমে যাবে।

ফক্বীহ্ আবুল-লাইস আস-সামারকান্দী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ

তুমি কম বেশি যা পারো সাদাকা করো। কারণ, তাতে দশটি ফায়েদা রয়েছে। যার পাঁচটি দুনিয়াতে আর পাঁচটি আখিরাতে। দুনিয়ার পাঁচটি হচ্ছে, তোমার ধন-সম্পদ পবিত্র হবে। তুমি গুনাহ্ থেকে নিষ্কৃতি পাবে। তোমার রোগ-ব্যাধি ও বালা-মুসীবত দূর হয়ে যাবে। গরিবরা খুশি হবে যা সর্বোত্তম ইবাদাত। রিযিক বেড়ে যাবে এবং সম্পদে বরকত আসবে। পরকালের পাঁচটি হচ্ছে, কিয়ামতের দিন রোদ্রের তাপ থেকে ছায়া মিলবে। হিসাব সহজ হবে। নেকের পাল্লা ভারী হবে। পুলসিরাত পার হওয়া যাবে এবং জান্নাতে উচ্চাসন মিলবে। তিনি আরো বলেনঃ সাদাকার মধ্যে যদি গরীবদের দো'আ ছাড়া আর কোন ফযীলত নাই থাকতো এরপরও একজন বুদ্ধিমানের কর্তব্য হতো সাদাকা দেয়া; অথচ সাদাকার মধ্যে এ ছাড়াও রয়েছে আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি এবং শয়তানের অসন্তুষ্টি। তাতে আরো রয়েছে নেককারদের অনুসরণ।(তাম্বীহুল-গাফিলীন ২৪৭)

ইমাম শা'বী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ

ফকির সাদাকার প্রতি যতটুকু মুখাপেক্ষী কেউ যদি নিজকে সাদাকার সাওয়াবের প্রতি এর চাইতেও বেশি মুখাপেক্ষী মনে না করলো তা হলে তার সাদাকা নিষ্ফল হবে।

আব্দুল আজীজ বিন্ 'উমাইর (রাহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ সলাত তোমাকে অর্ধেক রাস্তায় পৌঁছিয়ে দিবে। রোযা পৌঁছাবে প্রভুর দরোজায়। আর সাদাকা পৌঁছাবে তাঁরই সন্নিকটে।

উবাইদ বিন্ 'উমাইর (রাহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ

কিয়ামতের দিন সবাইকে উঠানো হবে অত্যন্ত ক্ষিদা ও পিপাসার্ত অবস্থায়। সুতারাং কেউ দুনিয়ারতে আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য কাউকে খাওয়ালে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে কিয়ামতের দিন খাওয়াবেন। কাউকে পান করালে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে পান করাবেন। কাউকে পরালে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে পরাবেন।('হিয়াতুল আউলিয়া' ১/১৩৫ স্বিফাতুস-স্বাফওয়াহ্ ১/৪২০)

একদা হাসান বসরী (রাহিমাহুল্লাহ) এর পাশ দিয়ে জনৈক গোলাম বিক্রেতা যাচ্ছিলো। তার সাথে ছিলো একটি বান্দি। তিনি লোকটিকে বললেনঃ তুমি কি বান্দিটিকে এক দিরহাম বা দু' দিরহাম দিয়ে বিক্রি করবে? লোকটি বললোঃ না। তখন হাসান বসরী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা একটি পয়সা বা একটি নেওলার পরিবর্তে জান্নাতের 'হূর দিয়ে দিবেন। আর তুমি এক দিরহাম বা দু' দিরহামের পরিবর্তে একে বিক্রি করতে রাজি হচ্ছো না।(এহইয়া ১/২৬৮)

আল্লামাহ্ ইবনুল-ক্বায়্যিম (রাহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ যে কোন বালা-মুসীবত দূরীকরণে সাদাকার আশ্চর্যজনক এক প্রভাব রয়েছে। দানশীল ব্যক্তি ফাসিক, যালিম, কাফির যেই হোক না কেন। আল্লাহ্ তা'আলা সাদাকার কারণে সাদাকাকারীর হরেক রকমের বালা-মুসীবত দূর করে

দেন। এটা সবারই জানা এবং বিশ্বের সকলেই এ ব্যাপারটি স্বীকার করেছেন। কারণ, তাঁরা পরীক্ষা করে তা সত্য পেয়েছেন।

সাদাকা দেয়ার কিছু বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র

১.জনকল্যাণে পাড়ায় পাড়ায় পানি সরবরাহের জন্য পুকুর বা নলকূপ খনন করা

সা'দ একদা নবী (সাঃ) কে জিজ্ঞাসা করলেনঃ কোন সাদাকা আপনার নিকট অধিক পছন্দনীয়? রাসূল (সাঃ) বললেনঃ

الْمَاءُ

জন কল্যাণে পানি সরবরাহ করা"।

(আবু দাউদ, হাদীস ১৬৭৯)

অন্য বর্ণনায় এসেছে, সা'দ একদা নবী (সাঃ) কে জিজ্ঞাসা করলেনঃ হে আল্লাহ্'র রাসূল(সাঃ)! সা'দের মা তথা আমার মা তো মরে গেলো।অতএব তাঁর জন্য কোন সাদাকা করলে বেশি ভালো হবে? রাসূল (সাঃ) বললেনঃ

الْمَاءُ

জন কল্যাণে পানি সরবরাহ করা"।

(আবু দাউদ, হাদীস ১৬৮১)

তখন সা'দ মার জন্য একটি কূপ খনন করলেন এবং বললেনঃ এটি সা'দের মার জন্য।

আবু হুরাইরাহ্ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

রাসূল (স) ইরশাদ করেনঃ

لَيْسَ صَدَقَةٌ أَعْظَمَ أَجْرًا مِنْ مَاءٍ

পানি সরবরাহের চাইতে আরো বেশি সাওয়াবের সাদাকা আর নেই। (স'হীহুত্ তারগীবি ওয়াত্ তারহীব, হাদীস ৯৬০)

জাবির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল(সাঃ) ইরশাদ করেনঃ

مَنْ حَفَرَ مَاءً لَمْ يَشْرَبُ مِنْهُ كَبِدٌ حَرَّى مِنْ جِنٍّ وَلَا إِنْسٍ وَلَا طَائِرٍ إِلَّا آجَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

কেউ কোন কুঁয়া খনন করলে তা থেকে মানুষ, জিন, পাখি তথা যে কোন পিপাসার্ত প্রাণীই পান করুক না কেন আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন তাকে এর সাওয়াব দিবেন।

(স'হীহুত্ তারগীবি ওয়াত তারহীব, হাদীস ৯৬৩)

জনৈক ব্যক্তি কোন মানুষকে নয় বরং একটি পিপাসার্ত কুকুরকে পানি পান করিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করলেন।

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেন

بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ ، اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ، فَوَجَدَ بِئْرًا فَنَزَلَ فِيْهَا، فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ، فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ، يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ، فَقَالَ الرَّجُلُ : لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ بَلَغَ بِي، فَنَزَلَ الْبِئْرَ فَمَلأَ خُفَّهُ ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيْهِ فَسَقَى الْكَلْبَ، فَشَكَرَ اللهُ لَهُ، فَغَفَرَ لَهُ ، وَفِي رِوَايَةٍ : فَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا ؟ فَقَالَ: فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ

একদা জনৈক ব্যক্তি রাস্তা দিয়ে হাঁটছিলো। এমতাবস্থায় হঠাৎ তার কঠিন পিপাসা লেগে গেলো। পথিমধ্যে সে একটি কুঁয়া দেখতে পেয়ে তাতে নেমে পানি পান করে বেরিয়ে আসলো। উপরে উঠে সে দেখতে পেলো একটি কুকুর হাঁপাচ্ছে। পিপাসায় সে কাঁচা মাটি খাচ্ছে। তখন লোকটি মনে মনে বললোঃ আমার যেমন পিপাসা লেগেছিলো তেমনি তো এ কুকুরটিরও পিপাসা লেগেছে। তখন সে আবারো কুঁয়ায় নেমে নিজের (চামড়ার) মোজায় পানি ভর্তি করে উপরে উঠলো এবং কুকুরটিকে পানি পান করালো। আল্লাহ্ তা'আলা এর প্রতিদান স্বরূপ তাকে ক্ষমা করে দিলেন। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তাকে জান্নাত দিয়ে দিলেন। সাহাবাগণ বললেনঃ হে আল্লাহ্'র রাসূল! চতুষ্পদ জন্তুর পরিচর্যা করলেও কি আমরা সাওয়াব পাবো? রাসূল (সাঃ) বললেনঃ প্রতিটি প্রাণীর পরিচর্যায়ই সাওয়াব রয়েছে।

(বুখারী, হাদীস ৬০০৯ মুসলিম, হাদীস ২২৪৪ স'হীহুত্ তারগীবি ওয়াত্ তারহীব, হাদীস ৯৫৮)

২. কাউকে কোন দুধেল পশু ধার দেয়া

আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেনঃ

أَرْبَعُوْنَ خَصْلَةً أَعْلاهُنَّ مَنِيْحَةُ الْعَنْزِ، مَا يَعْمَلُ رَجُلٌ بِخَصْلَةٍ مِنْهَا رَجَاءَ ثَوَابِهَا، وَتَصْدِيقَ مَوْعُوْدِهَا، إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ بِهَا الْجَنَّةَ

চল্লিশটি কাজ এমন রয়েছে যার কোন একটিও কেউ সাওয়াবের আশায় এবং পরকালের প্রাপ্তির উপর বিশ্বাস করে সম্পাদন করলে আল্লাহ্ তা'আলা এর বিপরীতে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। তবে তার মধ্যে সর্বোচ্চ হচ্ছে কোন দুধেল ছাগী কাউকে ধার দেয়া।

(আবু দাউদ, হাদীস ১৬৮৩)

৩. কোন ঋণগ্রস্তকে তার ঋণ পরিশোধে সহযোগিতার জন্য যথাসাধ্য সাদাকা দেয়া

আবু সা'ঈদ খুদরী(রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাঃ) এর যুগে জনৈক ব্যক্তি কিছু ফসল খরিদ করে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অতঃপর তার উপর ঋণের বোঝা খুব বেড়ে যায়। তখন রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেনঃ

تَصَدَّقُوْا عَلَيْهِ، فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ اللهِ لِغُرَمَائِهِ : خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ، وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ

"তোমরা তাকে সাদাকা দাও। অতঃপর সবাই তাকে সাদাকা দিলো। কিন্তু তা তার ঋণ সমপরিমাণ হলো না। তখন রাসূল (সাঃ) তার ঋণদাতাদেরকে বললেনঃ তোমরা যা পাচ্ছো তাই নিয়ে যাও। এর চাইতে বেশি আর তোমরা পাচ্ছো না"। (তিরমিযী, হাদীস ৬৫৫)

৪. সুযোগ পেলেই কাউকে খানা খাওয়ানো

আল্লাহ্ তা'আলা সৎকর্মশীল বান্দাহদের গুণ-বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেনঃ

يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُوْنَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا (٧) وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيْنًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا (٨) إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا (٩) إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيْرًا (١٠) فَوَقَهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُوْرًا (١١) وَجَزْهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا ((١٢))

"তারা মানত পুরা করে এবং সে দিনকে ভয় করে যে দিনের বিপদ হবে অত্যন্ত ব্যাপক। তারা খাবারের প্রতি নিজেদের প্রচণ্ড আসক্তি থাকা সত্ত্বেও (তা নিজেরা না খেয়ে) অভাবী, এতিম ও বন্দীকে খাওয়ায়। তারা বলেঃ আমরা তো তোমাদেরকে খাওয়াচ্ছি একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য। আমরা তোমাদের নিকট থেকে এর কোন প্রতিদান চাই না। না চাই কোন ধরনের কৃতজ্ঞতা। আমরা তো আমাদের প্রভুর কাছ থেকে এক চরম ভয়ঙ্কর দিনের ভয় পাচ্ছি। তাই তো আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে সে দিনের কঠিন বিপদ থেকে রক্ষা করবেন এবং তাদেরকে দিবেন অধিক আনন্দ ও উৎফুল্লতা। উপরন্তু তাদের ধৈর্যশীলতার দরুন তাদেরকে দিবেন জান্নাত ও রেশমী কাপড়"। (ইনসান/দাহর: ৭-১২)

সাধারণত কাফির ও জাহান্নামীরাই কাউকে খানা খাওয়ায় না এবং খাওয়াতে উৎসাহও দেয় না। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ (٣٨) إِلَّا أَصْحَبَ الْيَمِيْنِ (٣٩) فِي جَنَّتٍ يَتَسَاءَلُونَ (٤٠) عَنِ الْمُجْرِمِينَ (٤١) مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ (٤٢) قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ (٤٣) وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ (٤٤) وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ (٤٥) وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّيْنِ (٤٦)

"প্রতিটি ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের দায়ে আবদ্ধ। তবে ডান হাতে আমলনামাপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা নয়। তারা তো থাকবে জান্নাতে। বরং তারা অপরাধীদেরকে জিজ্ঞাসা করবেঃ তোমরা কেন সাক্কার জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হলে? তখন তারা বলবেঃ আমরা তো নামাযী ছিলাম না। অভাবীদেরকে খানাও খাওয়াতাম না। বরং আমরা সমালোচনাকারীদের সাথেই (ইসলাম ও মুসলিম বিরোধী) সমালোচনায় অংশ গ্রহণ করতাম। উপরন্তু আমরা ছিলাম কর্মফল দিবসে অবিশ্বাসী"। (মুদ্দাস্সির:৩৮-৪৬)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেনঃ

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ، فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ

"তুমি কি দেখেছো তাকে যে কর্মফলকে মিথ্যা বলে। সেই তো ওই ব্যক্তি যে এতিমকে (ঘৃণাভরে) তাড়িয়ে দেয়। এমনকি সে কোন অভাবীকে খানা খাওয়াতেও কাউকে উৎসাহ দেয় না"। (মা'উন: ১-৩)

আব্দুল্লাহ্ বিন্ সালাম থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল(সাঃ) ইরশাদ করেনঃ

أَيُّهَا النَّاسُ ! أَفْشُوا السَّلَام، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصَلُّوْا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ ؛ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَام ٍ

"হে মানব সকল! তোমরা একে অপরকে সালাম দাও। মানুষকে খানা খাওয়াও। রাত্রিবেলায় তাহাজ্জুদের সলাত পড়ো যখন মানুষ ঘুমিয়ে থাকে তা হলে তোমরা চরম নিরাপত্তার মাধ্যমেই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে"। (স'হীহুত তারগীবি ওয়াত্ তারহীব, হাদীস ৯৪৯)

আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেনঃ

أُعْبُدُوا الرَّحْمَنَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَأَفْشُوا السَّلَامَ ؛ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَام ٍ

"তোমরা দয়াময় প্রভুর ইবাদাত করো। মানুষকে খানা খাওয়াও। একে অপরকে সালাম দাও তা হলে তোমরা চরম নিরাপত্তার মাধ্যমেই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে"। (তিরমিযী, হাদীস ১৮৫৫)

৫. মানুষের মাঝে যে কোন ধরনের বিশুদ্ধ ধর্মীয় বই-পুস্তক, কুরআন মাজীদ, তাফসীর, সহীহ হাদীস, ওয়ায-নসীহতের বিশুদ্ধ অডিও-ভিডিও কিংবা সিডি ক্যাসেট ও লিফলেট ইত্যাদি বিতরণ করা

মানুষ মৃত্যুর পরও যে আমলগুলোর সর্বদা সাওয়াব পেতে থাকবে তার মধ্যে মানুষের মাঝে যে কোন ধরনের বিশুদ্ধ ধর্মীয় বই-পুস্তক, কুরআন মাজীদ, তাফসীর, সহীহ হাদীস, ওয়ায-নসীহতের বিশুদ্ধ অডিও-ভিডিও কিংবা সিডি ক্যাসেট ও লিফলেট ইত্যাদি বিতরণ করা অন্যতম।

আবু হুরাইরাহ্ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেনঃ

إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَه ُ

কোন মানুষ মারা গেলে তার সকল আমল বন্ধ হয়ে যায়। তবে তিনটি আমল তার মৃত্যুর পরও চালু থাকেঃ দীর্ঘস্থায়ী সাদাকা, এমন জ্ঞান যা দিয়ে মানুষ তার মৃত্যুর পরও লাভবান হয়, এমন নেককার সন্তান যে তার মৃত্যুর পর তার জন্য দো'আ করে। (তিরমিযী, হাদীস ১৩৭৬)

আবু হুরাইরাহ্ থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ، وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ ، وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ، أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ، أَوْ بَيْتًا لَابْنِ السَّبِيْلِ بَنَاهُ، أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ، أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَتِهِ وَحَيَاتِهِ تَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ

"একজন মু'মিন ব্যক্তি মৃত্যুর পরও যে আমলগুলোর সাওয়াব পেতে থাকবে তা হচ্ছে, এমন লাভজনক জ্ঞান যা সে কাউকে সরাসরি শিখিয়েছে এবং প্রচার করেছে (তা যেভাবেই হোক না কেন)। এমন নেককার সন্তান যা সে মৃত্যুর সময় রেখে গেছে। এমন কুর'আন যা সে মিরাস রেখে গেছে। এমন মসজিদ যা সে বানিয়েছে। এমন ঘর যা সে মুসাফিরের জন্য বানিয়েছে। এমন খাল যা সে খনন করেছে। এমন সাদাকা যা সে সুস্থ ও জীবিত থাকাবস্থায় নিজ সম্পদ থেকে দিয়েছে এবং যার সাওয়াব তার মৃত্যুর পরও তার নিকট পৌঁছুবে"। (ইবনু মাজাহ, হাদীস ২৪২ স'হীহুত্ তারগীবি ওয়াত্ তারহীব, হাদীস ৯৪৯)

৬. কুর'আন মাজীদ, তাফসীর, সহীহ হাদীস কিংবা যে কোন বিশুদ্ধ ধর্মীয় বই-পুস্তক, লিফলেট, দেয়ালিকা ইত্যাদি মানুষের মাঝে ফ্রি বিতরণের জন্য দেশে দেশে অত্যাধুনিক প্রিন্টিং প্রেস অথবা আধুনিক রুচি ও উচ্চ মান সম্পন্ন ইসলামী পুস্তক প্রকাশনী প্রতিষ্ঠা করা

মানুষ মৃত্যুর পরও যে আমলগুলোর সর্বদা সাওয়াব পেতে থাকবে তার মধ্যে মানুষের মাঝে কুরআন মাজীদ, তাফসীর, সহীহ হাদীস কিংবা যে কোন বিশুদ্ধ ধর্মীয় বই-পুস্তক, লিফলেট, দেয়ালিকা ইত্যাদি ফ্রি বিতরণের জন্য দেশে দেশে অত্যাধুনিক প্রিন্টিং প্রেস অথবা আধুনিক রুচি ও উচ্চ মান সম্পন্ন ইসলামী পুস্তক প্রকাশনী প্রতিষ্ঠা করা অন্যতম। যা উপরোল্লিখিত হাদীসগুলো থেকে সহজেই বুঝা যায়। প্রাচীন যুগে ইসলাম প্রচারের কাজগুলো একমাত্র আলিমগণই করতেন। কিন্তু বর্তমান যুগে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভাবনীয় উৎকর্ষতার সুবাদে এ কাজ আর তাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রইলো না। এখন যে কোন আগ্রহী ব্যক্তি উক্ত কাফেলায় খুব সহজেই শামিল হতে পারছেন। কেউ নিজে লিখতে বা বলতে না পারলেও কারোর লেখা কোন গুরুত্বপূর্ণ পাণ্ডুলিপি ছাপানোর কাজে যে কোন ধরনের সহযোগিতা করে কিংবা কারোর

লেখা বই বা ওয়াযের ক্যাসেট মানুষের মাঝে বিতরণ করে এ মহান প্রচার কাজে অংশ গ্রহণ করা যায়।

৭.জায়গায় জায়গায় মসজিদ-মাদ্রাসা ও ধর্মীয় সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা

আনাস(রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেনঃ
سَبْعٌ يَجْرِي لِلْعَبْدِ أَجْرُهُنَّ وَهُوَ فِي قَبْرِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ : مَنْ عَلَّمَ عِلْمًا، أَوْ كَرَى نَهْرًا، أَوْ حَفَرَ بِئْرًا أَوْ غَرَسَ نَخْلاً، أَوْ بَنَى مَسْجِدًا، أَوْ وَرَّثَ مُصْحَفًا، أَوْ تَرَكَ وَلَدًا يَسْتَغْفِرُ لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ
"সাতটা কাজ এমন রয়েছে যার সাওয়াব বান্দাহ্'র জন্য দীর্ঘকাল চালু থাকবে; অথচ সে মৃত্যুর পর তার কবরেই শায়িতঃ যে ব্যক্তি কাউকে লাভজনক কোন জ্ঞান শিক্ষা দিলো। (জনগণের পানির সঙ্কট দূর করণার্থে) কোথাও খাল বা কূপ খনন করলো। কোথাও বা খেজুর গাছ লাগালো। আবার কোথাও বা মসজিদ ঘর তৈরি করে দিলো। কোন কুর'আন মাজীদ মিরাস রেখে গেলো। কোন (নেককার) সন্তান মৃত্যুর সময় রেখে গেলো যে তার জন্য তার মৃত্যুর পর আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে"।(স'হীহুত তারগীবি ওয়াত্ তারহীব, হাদীস ৭৩)
উসমান বিন্ 'আফ্ফান(রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেনঃ

مَنْ بَنَى مَسْجِدًا - يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهُ - بَنَى اللَّهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ

"যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য কোন একটি মসজিদ বানালো আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য জান্নাতে সেরূপ একটি ঘর বানাবেন"।
(বুখারী, হাদীস ৪৫০ মুসলিম, হাদীস ৫৩৩ ইবনু মাজাহ্, হাদীস ৭৪৩)
উক্ত সাওয়াব পাওয়ার জন্য জুমার মসজিদ কিংবা বড় শাহী মসজিদই বানাতে হবে এমন কোন শর্ত নেই। বরং মসজিদ যত ছোটই হোক না কেন মসজিদ নির্মাণকারী উক্ত সাওয়াব থেকে কখনো বঞ্চিত হবেন না।
'উমর বিন খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু)থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল(সাঃ) ইরশাদ করেনঃ

مَنْ بَنَى مَسْجِدًا يُذْكَرُ فِيْهِ اسْمُ اللَّهُ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ

যে ব্যক্তি এমন একটি মসজিদ বানালো যাতে আল্লাহ তা'আলার নাম উচ্চারিত হয় আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর বানাবেন।(ইবনু মাজাহ্, হাদীস ৭৪২)
জাবির বিন্ আব্দুল্লাহ্(রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু)থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল(সাঃ) ইরশাদ করেনঃ

مَنْ بَنَى مَسْجِدًا اللَّهَ كَمَفْحَصِ قَطَاةٍ أَوْ أَصْغَرَ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ

যে ব্যক্তি কবুতরের বাসা সমপরিমাণ অথবা এর চাইতেও আরো ছোট একটি মসজিদ তৈরি করলো আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরি করবেন।
(ইবনু মাজাহ্, হাদীস ৭৪৫)

৮. সর্ব সাধারণের জ্ঞান আহরণের সুবিধার জন্য জায়গায় জায়গায় পাঠাগার বা গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করা

মানুষ মৃত্যুর পরও যে আমলগুলোর সাওয়াব পেতে থাকবে তার মধ্যে সর্ব সাধারণের জ্ঞান আহরণের সুবিধার জন্য জায়গায় জায়গায় গ্রন্থাগার কিংবা পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করাও আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। যা পূর্বের আনাস্ ও আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) এর হাদীসদ্বয় থেকেই বুঝা যায়।

৯. মানুষের সুবিধার জন্য জায়গায় জায়গায় ফলদার বৃক্ষ রোপণ করা

মানুষ মৃত্যুর পরও যে আমলগুলোর সাওয়াব পেতে থাকবে তার মধ্যে জায়গায় জায়গায় ফলদার বৃক্ষ রোপণ করাও আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। যা পূর্বের হাদীস থেকেই বুঝা যায়। আনাস্ (রাযিয়াল্লাহু তাআালা আনহু)থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেনঃ
مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ

যে কোন মুসলিম কোন ফলদার বৃক্ষ রোপণ করলে অথবা কোন ফসল বপন করলে তা থেকে যদি কোন পাখী, মানুষ কিংবা পশু খায় তা হলে তা তার জন্য সাদাকা হয়ে যাবে।
(বুখারী, হাদীস ২৩২০ মুসলিম, হাদীস ১৫৫৩)
জাবির থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেনঃ
مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا إِلَّا كَانَ مَا أُكِلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةً وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ، وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ، وَمَا أَكَلَتِ الطَّيْرُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ، وَلَا يَرْزَؤُهُ أَحَدٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ
"যে কোন মুসলিম কোন ফলদার বৃক্ষ রোপণ করলে তা থেকে যা খাওয়া হয় তা তার জন্য সাদাকা হয়ে যাবে। যা চুরি করা হয় তাও তার জন্য সাদাকা হয়ে যাবে। যা কোন হিংস্র পশু খায় তাও তার জন্য সাদাকা হয়ে যাবে। যা কোন পাখী খায় তাও তার জন্য সাদাকা হয়ে যাবে এবং যা কোন মানুষ নিয়ে যায় তাও তার জন্য সাদাকা হয়ে যাবে"।
(মুসলিম,হাদীস ১৫৫২)

১০. মুসাফিরদের রাত্রি যাপনের সুবিধার জন্য ট্রেন বা বাস স্টেশনগুলোর আশে-পাশে খাবারের ব্যবস্থা সহ সম্পূর্ণ আবাসিক হোটেল তৈরি করা

মানুষ মৃত্যুর পরও যে আমলগুলোর সাওয়াব পেতে থাকবে তার মধ্যে মুসাফিরদের রাত্রি যাপনের সুবিধার জন্য ট্রেন বা বাস স্টেশনগুলোর আশে-পাশে খাবারের ব্যবস্থা সহ সম্পূর্ণ আবাসিক হোটেল তৈরি করাও আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। যা পূর্বের আবু হুরাইরাহ্ এর হাদীস থেকেই বুঝা যায়।

১১. কোন এতিমের ভরণপোষণের দায়িত্বভার গ্রহণ করা

কোন এতিমের ভরণপোষণের দায়িত্বভার গ্রহণ করা জান্নাতে যাওয়ার একটি বিরাট মাধ্যম। সাহল থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল(সাঃ) ইরশাদ করেনঃ

أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى، وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا

আমি ও এতিমের ভরণপোষণের দায়িত্বভার গ্রহণকারী এতো পাশাপাশি থাকবো যতটুকু পাশাপাশি থাকে তর্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলীদ্বয়, রাসূল (সাঃ) উক্ত ব্যাপারটি অঙ্গুলীদ্বয়ের ইশারার মাধ্যমে বুঝিয়েছেন এবং উভয় অঙ্গুলীর মাঝে তিনি সামান্যটুকু ফাঁকও রাখেন। (বুখারী,হাদীস ৫৩০৪)

১২. বিধবা ও মিসকীনের ভরণপোষণের দায়িত্বভার গ্রহণ করা

বিধবা ও মিসকীনের ভরণপোষণের দায়িত্বভার গ্রহণ করা আল্লাহ্ তা'আলার পথে জিহাদ করা এবং নিরলস নফল সলাত ও নফল রোযা আদায় করার সমতুল্য। আবু হুরাইরাহ্ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেন

السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَأَحْسِبُهُ قَالَ: وَكَالْقَائِمِ لَا يَفْتُرُ، وَكَالصَّائِمِ لَا يُفْطِرُ

"বিধবা ও মিসকীনের ভরণপোষণের দায়িত্বভার গ্রহণকারী আল্লাহ্ তা'আলার পথে জিহাদকারী এবং নিরলস নফল সলাত ও নফল রোযা আদায়কারীর সমতুল্য"। (মুসলিম, হাদীস ২৯৮২)

১৩. যে কোন রোযাদারকে ইফতার করানো

যে কোন রোযাদারকে ইফতার করালে তার রোযার সমপরিমাণ সাওয়াব ইফতার আয়োজনকারী পাবে। যায়েদ বিন্ খালিদ জুহানী(রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেনঃ

مَنْ فَطَرَ صَاءِماً ؛ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ ؛ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا

"যে ব্যক্তি কোন রোযাদারকে ইফতার করালো তার রোযার সমপরিমাণ সাওয়াব ইফতার আয়োজনকারী পাবে। তবে এতে রোযাদারের সাওয়াব এতটুকুও কমানো হবে না"। (তিরমিযী, হাদীস ৮০৭ ইবনু মাজাহ, হাদীস ১৭৭৩)

সাদাকা ও শস্যবীজের মধ্যকার সাদৃশ্য

সাদাকা ও শস্যবীজের মাঝে একাধিক সাদৃশ্য রয়েছে।

১.উত্তম উপার্জনের মাল দ্বারা সাদাকা করা উচিত। অনুরূপভাবে রোপণকৃত দানাটিও উত্তম হওয়া উচিত।

২.সাদাকা অর্পণ করতে হয় সাদাকা গ্রহণের উপযুক্ত লোকদের হাতে। অনুরূপভাবে বীজ বপন করতে হয় বীজের জন্য উপযুক্ত ভূমিতে।

৩.সাদাকা দানের জন্য উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষা করতে হয়। অনুরূপভাবে বীজ বপনের জন্যও উপযুক্ত ঋতুর অপেক্ষা করতে হয়।

৪.সাদাকা দেয়া হয় এতটুকু পরিমাণে, যা নিজের ও দান গ্রহণকারীর অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। অনুরূপভাবে বীজ বপন করা হয় এমন সময়ে, যে সময়টি বীজ বপনের জন্য উপযুক্ত ও কৃষকেরও অবসর রয়েছে।

৫.লোক দেখানো, প্রসিদ্ধি লাভ ও প্রশংসার উদ্দেশ্য থেকে সাদাকাকে মুক্ত রাখতে হয়। অনুরূপভাবে বন্যা ও ঝড়ো হাওয়া থেকে বীজকে মুক্ত রাখতে হয়।

৬.যেমনইভাবে সাদাকাকে খোঁটা ও কষ্ট দেয়া থেকে মুক্ত রাখতে হয়, তেমনইভাবে ফসলকেও আগাছা ও কীট-পতঙ্গ থেকে মুক্ত রাখতে হয়।

৭.বীজ বপনের পর আমরা যেমন আল্লাহর কাছে বরকত ও ভালো ফসলের জন্য দুআ করি। তেমনইভাবে সাদাকার পরেও কবুলিয়্যত ও অধিক সওয়াবের জন্য দুআ করতে হয়।

৮.যেমনভাবে আল্লাহর কাছে ঈমানদার কৃষকের আশা থাকে সুদৃঢ়, আল্লাহর ওপর ভরসা রাখে ও আশা থাকে যে, তার মেহনত বিফলে যাবে না। তেমনইভাবে দানশীল ঈমানদার

ব্যক্তিরও আশা থাকে যে, এই দানের উত্তম বদলা সে পাবে। এ দান বৃথা যাবে না। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন:

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

অর্থ: তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে তিনি তার প্রতিদান দেবেন। তিনিই শ্রেষ্ঠ রিজিকদাতা। (সুরা সাবা: ৩৯)

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সাদাকাহ করাতে সম্পদের হ্রাস হয় না। যে ব্যক্তি ক্ষমা করে আল্লাহ তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন। আর কেউ আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভে বিনীত হলে তিনি তার মর্যাদা সমুন্নত করে দেন। (সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ২৫৮৮)

আমাদের সবার কর্তব্য হলো, যে-কোনো কাজ একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে ও আল্লাহকে রাজি-খুশি করার জন্য করা। বিশুদ্ধ নিয়ত ও আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুলের সাথে যদি আমল করা হয় এবং কবুলিয়্যতের জন্য যদি দুআ থাকে, তাহলে এর দ্বারা আমলে বরকত হয় ও আমলটি আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا

অর্থ: যে ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, আমি তো তার শ্রমফল নষ্ট করি না, সে উত্তমরূপে কার্য সম্পাদন করে।

(সুরা কাহাফঃ৩০)

নিঃস্ব মানুষের সদকাহ

নিঃস্ব মানুষরা মনে করতে পারে যে, তাদের দান করার কোন উপায় নেই। কিন্তু আসলে তাদেরও সদকাহ বা দান করার বহু পথ খোলা আছে। তারা কোন অর্থ ব্যয় করে সদকাহ না করতে পারলেও নিজের শ্রম ব্যায় করে, অক্ষম ও গরীবের সহযোগিতা করে বহু সদকাহ করতে পারে। এ ছাড়া প্রত্যেকটি তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ বলা) গরীবের জন্য এক একটি সদকাহ স্বরূপ। প্রত্যেকটি তাকবীর (আল্লাহু আকবার বলা) গরীবের জন্য এক একটি সদকাহ স্বরূপ, প্রত্যেকটি তাহলীল (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা) গরীবের জন্য এক একটি সদকাহ স্বরূপ এবং প্রত্যেকটি তাহমীদ (আলহামদু লিল্লাহ বলা) গরীবের জন্য এক একটি সদকাহ স্বরূপ। সৎকাজের আদেশ একটি সদকাহ, মন্দ কাজে বাধা দান একটি সদকাহ, রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করা একটি সদকাহ এবং স্ত্রী-মিলন করাও একটি সদকাহ! মিষ্টিমুখে মুসলিম ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করলে সদকাহ করা হয়। (মুসলিম, মিশকাত ১৮৯৪নং)

ন্যায় বিচার করে দিলে সদকাহ করা হয়, কাউকে নিজের সওয়ারীতে চড়িয়ে নিলে সদকাহ করা হয়। ভালো কথা বললে সদকাহ করা হয় এবং নামাযের জন্য প্রত্যেক পদক্ষেপ হয় সদকাহ স্বরূপ।(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১৮৯৬নং)

একদা মুহাজেরীনদের একটি গরীবের দল আল্লাহর নবী (সাঃ)-এর কাছে নিবেদন করে বলল, 'ধনীরা (বেহেশতের) সমস্ত উঁচু উঁচু মর্যাদা ও স্থায়ী সম্পদের মালিক হয়ে গেল। কারণ, তারা নামায পড়ে যেমন আমরা পড়ি, রোযা রাখে যেমন আমরা রাখি, কিন্তু তারা দান করে আমরা করতে পারি না, দাস মুক্ত করে আমরা করতে পারি না।এখন তাদের সমান সওয়াব লাভের কৌশল আমাদেরকে বলে দিন।আল্লাহর রসূল (সাঃ) বললেন, "আমি কি তোমাদেরকে এমন আমলের কথা বলে দেব না, যাতে তোমরা প্রতিযোগিতায় অগ্রণী লোকদের সমান হতে পার, তোমাদের পশ্চাদ্বর্তী লোকদের আগে আগে থাকতে পার এবং অনুরূপ আমল যে করে সে ছাড়া তোমাদের থেকে শ্রেষ্ঠ আর কেউ হতে না পারে?" সকলে বলল, 'অবশ্যই বলে দিন, হে আল্লাহর রসূল (সাঃ)।' তিনি বললেন, "তোমরা প্রত্যেক নামাযের পর ৩৩ বার করে তাসবীহ, তাহমীদ ও তাকবীর পাঠ করবে।" মুহাজেরীনরা খুশি হয়ে ফিরে গেলেন। ওদিকে ধনীরা এ খবর জানতে পেরে তারাও এ আমল শুরু করে দিল।মুহাজেরীনরা ফিরে এসে বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল (সাঃ)! আমাদের ধনী ভাইয়েরা এ খবর শুনে তারাও আমাদের মত আমল করতে শুরু করে দিয়েছে।অতএব আমরা আবার পিছে থেকে যাব।মহানবী (স) বললেন, "এ হল আল্লাহর অনুগ্রহ, তিনি যাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ করে থাকেন।এতে তোমাদের করার কিছু নেই।(বুখারী, মুসলিম ৮৩৭০)

মহানবী (সাঃ) বলেন, "প্রত্যেক মুসলিমের সদকাহ আছে।" লোকেরা বলল, 'কিন্তু সে যদি সদকাহ করার মত জিনিস না পায়?' তিনি বললেন, "তাহলে সে যেন নিজের দুই হাত দিয়ে কাজ করে নিজেকে উপকৃত করে এবং সদকাহ করে।" লোকেরা বলল, 'সে যদি কাজ করতে না পারে?' তিনি বললেন,তাহলে সে বিপদগ্রস্ত (অত্যাচারিত) ব্যক্তিকে সাহায্য করবে।" লোকেরা বলল, 'তা যদি সে না করে?' তিনি বললেন, "তাহলে সে ভালোর আদেশ করবে।" লোকেরা বলল, 'তাও যদি সে না করে?' তিনি বললেন, "তাহলে সে মন্দ থেকে বিরত থাকবে। আর এটাই হবে তার সদকাহ।(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১৮৯৫)

আবু যার (রাঃ)হতে বর্ণিত, নবী (সাঃ) বলেন, "প্রত্যহ সকালে তোমাদের প্রত্যেক অস্থি-গ্রন্থির উপর (তরফ থেকে) দাতব্য সদকাহ রয়েছে; সুতরাং প্রত্যেক তাসবীহ হল সদকাহ প্রত্যেক তাহমীদ (আল হামদু লিল্লা-হ পাঠ) সদকাহ, প্রত্যেক তাহলীল (লা ইলাহা ইল্লাল্লা-হ পাঠ) সদকাহ, প্রত্যেক তাকবীর (আল্লা-হু আকবার পাঠ) সদকাহ, সৎকাজের আদেশকরণ সদকাহ, এবং মন্দ কাজ হতে নিষেধকরণও সদকাহ। আর এসব থেকে যথেষ্ট হবে চাশতের দুই রাকআত নামায। (মুসলিম ৭২০) বুরাইদাহ(রাঃ)কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল (সাঃ) এর নিকট শুনেছি, তিনি বলেছেন, "মানবদেহে ৩৬০টি গ্রন্থি আছে। প্রত্যেক ব্যক্তির উপর ঐ প্রত্যেক গ্রন্থির তরফ থেকে দেয় সদকাহ রয়েছে।" সকলে বলল, 'এত সদকাহ দিতে আর কে সক্ষম হবে, হে আল্লাহর রসূল (সাঃ)?' তিনি বললেন, "মসজিদ হতে কফ (ইত্যাদি নোংরা) দূর করা, পথ হতে কষ্টদায়ক বস্তু (কাঁটা-পাথর প্রভৃতি) দূর করা এক একটা সদকাহ। যদি তাতে সক্ষম না হও তবে দুই রাকআত চাশতের নামায তোমার সে প্রয়োজন পূর্ণ করবে।"(আহমদ ও শব্দগুলো তারই, আবু দাউদ, ইবনে খুযাইমা, ইবনে হিব্বান, সহীহ তারগীব ৬৬১)

মহান আল্লাহ বলেন,

قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ ، قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ

অর্থাৎ, অতএব এ বিষয়ে প্রতিযোগীরা প্রতিযোগিতা করুক।(সূরা মুতাফফিফীন ২৬ আয়াত)

মহিলাদের সদাকার আদেশ

রাসুল(সাঃ)মহিলাদের উদ্দেশ্য করে বলেছেন:

تَصَدَّقْنَ، يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ

হে নারী-সকল, তোমরা নিজেদের অলংকার দিয়ে হলেও সদাকা করো।(সহিহু মুসলিম: ১০০০)

তিনি আরও বলেন:

يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، تَصَدَّقْنَ وَأَكْثِرْنَ الاسْتِغْفَارَ، فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ

হে নারীজাতি, তোমরা সদাকা করো এবং বেশি বেশি ইসতিগফার পাঠ করো। কেননা, আমি তোমাদেরকে জাহান্নামের অধিকাংশ অধিবাসীরূপে দেখলাম।

(সহিহু মুসলিম: ৭৯)

আয়িশা সিদ্দিকা থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রাসুল(সাঃ) বলেছেন

إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا

কোনো স্ত্রীলোক যদি তার ঘর হতে বিপর্যয় সৃষ্টির উদ্দেশ্য ছাড়া খাদ্যদ্রব্য সদাকা করে, তবে এ জন্য সে সাওয়াব লাভ করবে আর উপার্জন করার কারণে স্বামীও সাওয়াব পাবে এবং খাজাঞ্চীও অনুরূপ সাওয়াব পাবে। তাদের একজনের কারণে অন্য জনের সাওয়াবে কোনো কমতি হবে না।(সহিহুল বুখারি: ১৪২৫, সহিহু মুসলিম: ১০২৪)

রাসুল(সাঃ)এর সময়ে অনুদানের আহ্বানে সাড়া দেওয়ার অনেক চমৎকার দৃষ্টান্ত রয়েছে। তেমনই একটি ঘটনা ঘটেছে উসরার যুদ্ধের সময়। উম্মে সিনান আল-আসলামিয়্যাহ বলেন(রাঃ) বলেন:

আমি আয়িশা (রাঃ) এর গৃহে রাসুল(সাঃ) এর সামনে একটি কাপড় বিছানো দেখলাম। সেখানে রয়েছে বিভিন্ন জীবিকা, সাহায্য অনুদান। অর্থাৎ মহিলাদের কাছ থেকে আসা বিভিন্ন জিনিস দিয়ে কাপড়টি ভরপুর হয়েছিল। তারা এসব দিয়ে মুসলিম সেনাবাহিনীকে সাহায্য করছিল।(আল-ইসাবা ফি তামইজিস সাহাবা লি ইবনি হাজার: ৪/৩৫০)

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

যারা আল্লাহর রাস্তায় স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উদাহরণ একটি বীজের মতো, যা থেকে সাতটি শিষ জন্মায়। প্রত্যেকটি শিষে একশ করে দানা থাকে। আর আল্লাহ যাকে চান তার জন্য বাড়িয়ে দেন। আল্লাহ অতি দানশীল, সর্বজ্ঞ।(সুরা আল-বাকারা, ২: ২৬১)

আল্লাহ তাআলা তাঁর পথে (অর্থাৎ জিহাদে কিংবা যেকোনো কল্যাণকর কাজে) দানকারীর দানকে সেই ব্যক্তির সাথে তুলনা করেছেন, যে বীজ বপন করল। অতঃপর প্রতিটি বীজ

থেকে সাতটি করে শিষ জন্মাল। প্রতিটি শিষে একশটি করে বীজ উৎপন্ন হলো। এ ছাড়াও আল্লাহ তাআলা চাইলে কাউকে তার ইমান, ইখলাস, ইহসান, পরিমাণ এবং উপযুক্ত জায়গায় খরচ করার বিবেচনায় এর চেয়ে বহুগুণে দিতে পারেন।

অনুদানের প্রতিদান অন্তরের ইমান, ইখলাস এবং দানের সময় দৃঢ়তার বিবেচনায় বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। তাই দৃঢ় অন্তর নিয়ে সম্পদ দান করতে হবে। দানের ব্যাপারে অন্তর উন্মোচিত থাকতে হবে। হৃদয়ে উদারতা থাকতে হবে। হাত থেকে সম্পদ বের হওয়ার আগেই অন্তর থেকে বের হতে হবে। তবেই অন্তর দৃঢ় হবে। কোনো হীনতা, ভীরুতা থাকা চলবে না। দান করতে হাত কিংবা অন্তর কাঁপতে পারবে না।(আত-তাফসিরুল কাইয়িম লি ইবনিল কাইয়িম: ১৫০)

কত পরিমাণ দান করা যায়

কেউ দান করলেও তার সবকিছু দান করে নিঃস্ব হতে পারে না। নিজের ছেলে-মেয়েকে মিসকীন বানিয়ে অন্য মিসকীনকে দান করতে পারে না। পারে না ওয়াজিব ভরণ-পোষণ ত্যাগ করে নফল সাদকাহ করে মুস্তাহাব পালন করতে। কেউ বেশী দান করলেও কেবল একের তিন অংশ পারে, আর তাও খুব বেশী। বরং তার থেকে কম করাই উচিত। সা'দ বিন মালেক(রাঃ) বিদায়ী হজ্জের বছরে যখন মৃত্যুরোগে শায়িত ছিলেন, তখন মহানবী (সাঃ) তাঁকে দেখা করতে গেলেন। সা'দ তাঁকে বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল (সাঃ)! আমি কত যে যন্ত্রণা ভোগ করছি তা আপনি দেখতে পাচ্ছেন। আমি একজন ধনবান লোক। আর আমার একমাত্র কন্যা ছাড়া অন্য কেউ ওয়ারেস নেই। আমি কি আমার মালের দুই তৃতীয়াংশ দান করে দেব?' মহানবী (বললেন, "না।" সা'দ বললেন, 'তাহলে অর্ধেক?' তিনি বললেন, "না।" সা'দ বললেন, 'তাহলে এক তৃতীয়াংশ?' তিনি বললেন, "এক তৃতীয়াংশ করতে পার সা'দ। তবে এক তৃতীয়াংশও বেশী। তুমি তোমার ওয়ারেসদেরকে লোকদের কাছে চেয়ে খাওয়ার মত অভাবী ছেড়ে যাওয়ার চাইতে তাদেরকে ধনীরূপে ছেড়ে যাওয়া অনেক উত্তম।(বুখারী, মুসলিম ১৬২৮নং)

মহান আল্লাহ বলেন,

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوْا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় কর এবং স্বীয় হস্ত ধ্বংসের দিকে প্রসারিত করো না। আর হিতসাধন করতে থাকো নিশ্চয় আল্লাহ হিতসাধনকারীদের ভালবাসেন।

(সূরা বাকারাহ: ১৯৫)

মহান আল্লাহ আরো বলেন,

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوْمًا مَحسُورًا

অর্থাৎ, তুমি বদ্ধমুষ্টি হয়ো না এবং একেবারে মুক্তহস্তও হয়ো না; নচেৎ তুমি তিরস্কৃত ও নিঃস্ব হয়ে বসবে। (সূরা ইসরা ২৯ আয়াত)

প্রকাশ থাকে যে, যদি কারো রুযীর উৎস বহাল থাকে, আজ সব দান করলে কাল রুযী আসার উপায় থাকে এবং আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা থাকে তথা দানের পর তাকে বা তার ছেলেদেরকে লোকের দরজায় হাত পাততে হবে না বলে ভরসা থাকে তাহলে সে তার যথাসর্বস্ব দান করতে পারে। যেমন করেছিলেন আবূ বকর(রাঃ) ও অন্যান্য সাহাবাগণ।

কোন সময়ের দান উত্তম

দান যে কোন সময়ে করা যায়। বরং যখন যেখানে দান করা প্রয়োজন তখনই সেখানে দান করা উত্তম। যেমন জিহাদ, দুর্ভিক্ষ, অনাবৃষ্টি, ভূমিকম্প, বন্যা প্রভৃতির সময় সাথে সাথে উপদ্রুত এলাকার লোকদেরকে দান করা উত্তম। অবশ্য যুল-হজ্জ মাসের প্রথম ১০ দিনে দান করা বছরের অন্যান্য দিনে দান করা অপেক্ষা উত্তম। যেহেতু আল্লাহ যুলহাজ্জের প্রথম দশ দিনকে অন্যান্য দিনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা দান করেছেন। আল্লাহর রাসূল(সাঃ) বলেন। "এই দশ দিনের মধ্যে কৃত নেক আমলের চেয়ে আল্লাহর নিকট অধিক পছন্দনীয় আর কোন আমল নেই।" (সাহাবাগণ) বললেন, 'আল্লাহর পথে জিহাদও নয় কি?' তিনি বললেন, "আল্লাহর পথে জিহাদও নয়। তবে এমন কোন ব্যক্তি (এর আমল) যে নিজের জান-মাল সহ বের হয় এবং তারপর কিছুও সঙ্গে নিয়ে আর ফিরে আসে না।(বুখারী, আবু দাউদ)

তিনি আরো বলেন, "আযহার দশ দিনের নেক আমলের চেয়ে অধিক পবিত্রতর ও প্রতিদানে অধিক বৃহত্তর আর কোন আমল আল্লাহর নিকট নেই।" বলা হল, 'আল্লাহর পথে জিহাদও নয় কি?!' তিনি বললেন, "আল্লাহর পথে জিহাদও নয়। তবে এমন ব্যক্তির (আমল) যে নিজের জানমাল সহ বহির্গত হয়, অতঃপর তার কিছুও সঙ্গে নিয়ে আর ফিরে আসে না। (দারেমী ১/৩৫৭)

অতঃপর রমযান মাসে দান করা উত্তম। যেহেতু মহানবী (সাঃ) এই মাসে বেশী বেশী দান করতেন।(বুখারী ৬ নং হাদীস)

উপসংহার

আল্লাহ বলেন:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ

অর্থ: কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে সে তা দেখবে।

(সুরা যিলযাল: ৭)

وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ

অর্থ: তিনি তোমাদের কর্মফল কখনো ক্ষুণ্ণ করবেন না।

(সুরা মুহাম্মাদ: ৩৫)

এমন একদিন আসবে যেদিন মানুষ তার রবের সাথে কথা বলবে। মানুষ আর তার রবের মাঝে কোনো পর্দা থাকবে না, কোনো দোভাষী থাকবে না। আল্লাহ তাকে জিজ্ঞাসা করবেন, আমি কি তোমাকে সম্পদ দিইনি? সে বলবে, নিশ্চয়ই দিয়েছেন। আল্লাহ জিজ্ঞাসা করবেন, আমি কি তোমার কাছে কোনো রাসুল পাঠাইনি?সে বলবে, নিশ্চয়ই পাঠিয়েছেন।এরপর ডান দিকে তাকিয়ে সে আগুন দেখতে পাবে। বাম দিকে তাকিয়েও সে আগুনই দেখতে পাবে। সুতরাং তোমাদের প্রত্যেকেই যেন আগুন থেকে বেঁচে থাকে, একটি খেজুরের টুকরা দান করার বিনিময়ে হলেও। খেজুরের টুকরা যদি দান করতে না পারে তাহলে যেন উত্তম কথার মাধ্যমে সে নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচিয়ে রাখে।(সহিহ বুখারি, হাদিস নং ১৪১৩।)

যখন মানুষ তার রবের কিতাব উপলব্ধির সাথে পাঠ করে ও কিতাবের মর্ম নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে তখন তার হৃদয় বিগলিত হয়, চোখ অশ্রুসিক্ত হয়, বরং চোখ থেকে অঝোর ধারায় কান্না নেমে আসে। যদি মানুষ কুরআনের হেদায়াত অনুসারে চলত, কুরআনের আদেশ পালন করত, নিষিদ্ধ বিষয় থেকে বেঁচে থাকত, তাহলে তার জীবন কতই-না সুন্দর হতো! মহান আল্লাহ তাআলা সত্যি-ই বলেছেন:

وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ

অর্থ: এই সকল দৃষ্টান্ত আমি মানুষের জন্য দিই, কিন্তু কেবল জ্ঞানী ব্যক্তিরাই এটা বোঝে।

(সুরা আনকাবুত: ৪৩)

এই কুরআন, যা সরল পথের দিশা দেখায়, তার জন্য সত্যি সীমাহীন প্রশংসা আল্লাহর!

সম্পদ যেহেতু খরচ করতেই হয়, সেহেতু শয়তান যেন কখনো প্রতারিত করতে না পারে এবং কল্যাণকর কাজে ব্যয় করতে বাধাগ্রস্ত না করে। সর্বদা অন্তরে এই আয়াতকে স্মরণ করা উচিত । আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ

'হে ইমানদারগণ, আমি তোমাদের যে রিজিক দিয়েছি, সেদিন আসার পূর্বেই তোমরা তা থেকে ব্যয় করো, যেদিন থাকবে না কোন বেচাকেনা না কোন বন্ধুত্ব ও না কোন সুপারিশ।

(সুরা বাকারাহ: ২৫৪)

তথ্যসূত্র

- দান -সদাকা খুলে দেয় নাজাতের দরজা -শাইখ আব্দুল মালিক আল কাসিম
- সাদাকা রবের অফুরান দান -শাইখ মুস্তফা আল আদাবী
- যাকাত ও খয়রাত -আব্দুল হামিদ ফাইযী আল মাদানী
- কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে সাদকা-খায়রাত -শাইখ মোস্তাফিজুর রহমান বিন আব্দুল আজিজ আল-মাদানী
- https://www.alkawsar.com/bn/article/2843/
- https://www.alkawsar.com/bn/article/3099/
- https://www.alkawsar.com/bn/article/2886/
- https://www.hadithbd.com